www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৬ শ্রাবণ – ১ ভাদ্র, ১৪২৪ ঃ ১২ আগস্ট – ১৮ আগস্ট, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 42, 12 August - 18 August, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি–প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং–এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা–১২৪
ফোন : ২৫৫২–০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জলের অপচয় রুখতে এবার কলকাতায় বসতে

চলেছে মিটার। আপাতত ১ থেকে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে চালু হচ্ছে এই ব্যবস্থা। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের টাকায় এই প্রকল্পের বরাত পেয়েছে একটি বিদেশি সংস্থা।

রবিবার : প্রত্যাশিত ভাবেই বিরোধী প্রার্থী গোপাল কৃষ্ণ গান্ধিকে

ভোটে পরাজিত করে ভারতের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি হলেন প্রবীন রাজনীতিবিদ বেঙ্কাইয়া নাইডু। বিদায় নিলেন হামিদ আনসারি।

সোমবার : কলকাতার পর উত্তরপ্রদেশ থেকে আনসারউল্লা

নামে এক বাংলাদেশী জঙ্গিকে ধরল পুলিশ। ভারতীয় যুবকদের জঙ্গি হিসাবে নিয়োগ করত সে। এর মধ্যে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে কমিউনিটি রেডিওর উপরে নজর রাখতে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

মঙ্গলবার : হরিয়ানার বিজেপি সভাপতি ছেলে বিকাশ বারালা

সহ আর এক যুবক ধরা পড়লেন আইপিএস বর্ণিকা কুণ্ডুকে হেনস্থার অভিযোগে। রাজনৈতিক নেতাদের বেপরোয়া সন্তানরা চিরকালই মুখ পুড়িয়েছে সমাজের। বিকাশ তাদেরই একজন।

বুধবার : হাইকোর্টের এজলাসে বিচারপতিদের সামনে বৃদ্ধের

আত্মহননের চেষ্টা দেখিয়ে দিয়েছে কলকাতায় প্রোমোটার আগ্রাসন। তবে এই ঘটনাটিতেও পরিস্থিতি বদলাবে কিনা তার হদিশ দিতে পারেন নি বিচারপতিরাও।

বৃহস্পতিবার : ভোটার কার্ডেও এবার আধারের সংযোগের কথা

ভাবছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করতে এই ব্যবস্থা একান্ত জরুরি। ভোটার তালিকা থেকে মৃত ও ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা কমাতে এই ব্যবস্থা আবশ্যক।

শুক্রবার : গ্যাসের ভর্তুকি ছাঁটাই এবার কেরোসিনে। আগামী মার্চের

মধ্যে যেমন গ্যাসের ভর্তুকি সম্পূর্ণ উঠে যাচ্ছে তেমনই কেরোসিনের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্র।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বেকারত্বের জ্বালা জুড়োতে

আত্মহননের মিছিলে বাংলার যুবসমাজ

ওঁকার মিত্র

ফের আর এক মেধার আত্মহনন। এবার সোনারপুরে। নাম অতনু মিস্ত্রি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, উচ্চশিক্ষার পরিসর ও প্রযুক্তি প্রতিদিন প্রতিটি ঘরে একে অপরের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। প্রতিদিন প্রতিটি পরিবারে গুমরে মরছে মেধা। কারণ যাঁরা সমাজসেবার নামে স্বাক্ষর অভিযান, জনশিক্ষা, সর্বশিক্ষার জন্ম দিচ্ছেন তাঁরাই আবার প্রযুক্তি, আধুনিকতার নামে প্রতিনিয়ত টুঁটি টিপে হত্যা করছেন কর্মসংস্থানের সুযোগকে। তাই হতাশা–অবসাদে আচ্ছন্ন হচ্ছে সেই যুব সমাজ যাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের শক্তি হিসাবে অভিহিত করেন। তাই মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দেওয়া ইঞ্জিনিয়ার নীলাদ্রি দত্ত, শাড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস দেওয়া এমএ–বিএড অতনু মিস্ত্রিদের মিছিল বাড়তেই থাকবে। আসলে শাসকের চরিত্র ভূগোলে, ইতিহাসে সর্বত্র এক। সেখানে কেন্দ্র–রাজ্য, ভারত–আমেরিকা, অতীত–বর্তমান–এ কোনও তফাৎ নেই। নিজেদের প্রয়োজনেই তারা কাজের প্রতিশ্রুতি দেয় আবার নিজেদের প্রয়োজনেই সুযোগ সংকুচিত করে। হতাশা গ্রাস করলে ছাত্র যুব রাজনীতি আছে, কেন্দ্র রাজ্য দ্বন্দ্ব আছে, ধর্মে–ধর্মে বিবাদ আছে, চটুল পর্নোগ্রাফি আছে, এমনকি মাদকের পসরা আছে, এসবে বুঁদ হয়ে যাও। পারলে যে কোনও রাজনৈতিক দাদা–দিদিদের পিছনে সেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করো। এখানে কোনও বাছবিচার নেই। সহজে জীবনে কিছু করে খাওয়ার এটাই এখন একমাত্র খোলা পথ। কিন্তু প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন অতনু খুব ভালো ছেলে ছিল। নিজের মতো পড়াশুনা নিয়ে থাকত। সৎপথে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল। সেইজন্যই তাঁর গলায় শাড়ির ফাঁস ছাড়া কিছুই জুটল না।

নীলাদ্রি–অতনুদের কথা বলতে গেলে কয়েকদিন আগের একটি খবরে চোখ রাখতে হয়। মালদা হাসপাতালে ডোম নিয়োগের আবেদন পত্রে সামিল হয়েছিলেন এমএ–বিএ রাও। শেষ পর্যন্ত এইসব উচ্চশিক্ষিতদের অবশ্য বিবেচনা করা হয়নি এই পদের জন্য। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিতরা রয়ে গেলেন বেকারের তালিকায় আর স্বল্প শিক্ষিতরা ডোমের পদে চাকরি পেয়ে নিজেদের সাফল্য খুঁজে পেল। অতনু এমএ–বিএড পাশ করে হাউস কিপার নামে ঘর মোছার কাজ পাওয়ার মনকষ্টে নিজেই নিজেকে শেষ করে দিলেন। বুঝলেন না, এই বুর্জোয়া

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তোমার জন্য কাজ নয়, কাজের জন্য তুমি। অর্থাৎ কাজ যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজছে, যোগ্য ব্যক্তি কাজ খুঁজছে এমনটা রাম রাজত্বে হয়। রাবণের রাজত্বে নয়। ভাবনার এই ভুলের জন্যই সমীক্ষা বলছে ভারতে প্রতিবছর উপযুক্ত কাজ না পাওয়ার হতাশায় আত্মহত্যার সংখ্যা ৪৫ হাজার। এই নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান তো সোনায় সোহাগা। এখানে উচ্চ শিক্ষা মানেই পাপ, কর্মহীনতা। কারণ ৩৪ বছরের উপর এ রাজ্য শাসন করেছে বুর্জোয়া বিপ্লবীর দল। আর এখন তো পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদের মাঝখানে ঝুলছি আমরা। যে কোনও সময় সুতো কেটে মৃত্যু অবধারিত। এটা বুঝেই কর্মদক্ষ যুবক যুবতীরা এ রাজ্য ফাঁকা করে পাড়ি দিচ্ছেন অন্য রাজ্যে ও বিদেশে। এভাবে চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গ অচিরেই একটি 'ক্রাইম অ্যান্ড ওল্ড এজ স্টেট'–এ পরিণত হবে।

অতনুর আত্মহননে শোকার্ত পিতা চন্দ্রকান্ত আরও একটি ওপেন সিক্রেট–এ আলোকপাত করেছেন। কান্না ধরা গলায় বিলোপের সুরে বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষকতার চাকরি পেতে গেলে ৬/৭ লক্ষ টাকা লাগে। মাধ্যমিকে শিক্ষকতায় লাগে ১৬/১৭ লাখ। কোনও রাজনৈতিক দল কিন্তু এখনও এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে নি। এমন কি শাসক দলের কোনও প্রতিনিধিও শোকার্ত পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। অতএব শোকার্ত পিতার অভিযোগ যাচাই করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যদি তদন্তের ব্যবস্থা না করেন তাহলে জানা যাবে না শিক্ষকতার চাকরি দিতে কারা টাকা নিচ্ছে। সরকার নিজেই সরকারি পদে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে চাহিদা বাড়িয়ে তুলেছে। যার ফল লক্ষ লক্ষ টাকা উৎকোচ। অথচ পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পর কর্মসংস্থানের আশা জাগিয়ে এখন শূন্য রেখেছে লক্ষ লক্ষ সরকারি পদ, সৃষ্টি করেছে স্বল্প বেতনের চুক্তি নিয়োগ। আবার এই চুক্তি নিয়োগেও কোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন শাসক দলের নেতানেত্রীরা। ফলে সাধারণ যুবক যুবতীরা চরম হতাশায়। রাজনৈতিক আগ্রাসনে এদের ভবিষ্যত চলে যাচ্ছে ঘোর অন্ধকারে। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোরও কোনও ব্যবস্থা নেই। আগামী দিনে আরও আরও নীলাদ্রি–অতনুদের মিছিল আত্মহননের পথ ধরে এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক আগ্রাসনের ব্যারিকেড ভাঙতে।

ছবিতে হতভাগ্য অতনু মিস্ত্রি।

চাকরির দিশা দেখাবে জেলা পুলিশ

পার্থ ঘোষ, বারাসত : পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা। প্রচলিত এই ধারণা দীর্ঘদিন ধরেই আটপৌরে বাঙালিদের ঘর গেরস্থালির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়। আইন শৃঙ্খলার দ্বারা আবৃত এই পেশাটিকে শুধুই সমীহ করে এসেছে সকলে। কিন্তু পুলিশ মানেই আর এফআইআর বা সিজার লিস্ট নয়, জিডি বা চার্জশিটের চোয়াল ভাঙা গুরুগম্ভীর শব্দ বন্ধও নয়। জেলা পুলিশ এবার হয়ে উঠতে চলেছে ছাত্রবান্ধব, একেবারে প্রকৃত শিক্ষক সুলভ ভঙ্গিমায়। সম্প্রতি তাদের উদ্যোগে ও পরিচালনায় শুরু

উত্তর ২৪ পরগনা

হতে চলেছে 'কেরিয়ার গাইডেন্স'। শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মজীবনের পথ সুগম করতে কেরিয়ার গাইডেন্স নামক এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল বারাসত মহকুমার দেগঙ্গা পুলিশ থানায়। উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার সি সুধাকর। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাসতের এসডিপিও গণেশ দাস এবং দেগঙ্গা, হাড়োয়া ও শাসন থানার পুলিশ আধিকারিকরা। প্রারম্ভিক ভাবে এলাকার দেড়শো স্নাতক যুবক এই প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ এক অগ্নিগর্ভ সমস্যা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : রাজ্যের এক অগ্নিগর্ভ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দারা বিষয়টি নিয়ে ইতিপূর্বে একাধিকবার প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন। সাম্প্রতিক উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়া কাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজনরা যেখানে বসবাস করছেন সেখানে গত দু'একমাসে অপরিচিত মুখের দেখা পাওয়া গিয়েছিল কিনা বা এখনও বসবাস করছে কিনা, তা নিয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর। সম্প্রতি এই মর্মে উত্তর চব্বিশ

পরগনা জেলা পুলিশ সুপার, বারাকপুর ও বিধাননগর পুলিশ কমিশনারের কাছে নির্দেশ এসেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, টাকি পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড, বসিরহাট থানার শাঁখচূড়া, দণ্ডিরহাট, ইটিন্ডা, নিউটাউন থানা, বাগুইআটি থানা ও নৈহাটির কিছু এলাকায় গত চার বছরে বেশ কিছু বাংলাদেশি লোকজনের বসতি গড়ে উঠেছে। গোয়েন্দা দফতরের এক কর্তা বলেন, গত কয়েকমাসে বাংলাদেশ থেকে বেশ কিছু লোক এ রাজ্যে ঢুকেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছিল। এবার স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

স্বাধীনতা দিবসে জঙ্গিহানা রুখতে রাজ্যকে সতর্ক করল কেন্দ্র

কুনাল মালিক : গত সংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় ''পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকতে মরিয়া জিহাদিরা'' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। গত ৬ আগস্ট মুজাফফরনগর থেকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ আলকায়দার সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশি জঙ্গি আবদুল্লা আল মামুনকে গ্রেফতার করে। তার কাছে বেশ কিছু আপত্তিকর জিনিস পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের দাবি ধৃত জঙ্গির কাছে যে ডায়েরি পাওয়া গিয়েছে তাতে মেদিনীপুর এলাকার এক খারিজী মাদ্রাসার যোগাযোগের তথ্য মিলেছে। এমনকি এই রাজ্য সহ আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের বেশ কয়েকজনের নাম ওই ডায়েরিতে পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক মারফৎ এ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর ধৃত ওই জঙ্গি ৮ বছর ধরে ভারতে আছে, তার কাজই ছিল বিভিন্ন রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশ করানো এবং ভারত বিরোধী জিহাদি সদস্য বাড়ানো। ধৃত ওই জঙ্গির নেতা আর এক জঙ্গিকেও পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন দেশের যে কোনও জায়গায় জেহাদি জঙ্গিরা বড়ো কোনও নাশকতা ঘটাতে পারে বলে সূত্রের খবর। প্রতিটি রাজ্যকেই সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। জল, স্থল ও নৌপথে নজরদারী বাড়াতে পুলিশকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। এ রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদহ, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ এবং নদী পথে উপকূল রক্ষী বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিভিন্ন রেল স্টেশন, বিমান বন্দর, হাসপাতাল, শপিংমল ও মেট্রো স্টেশনে বাড়তি নজরদারী চালাবে স্বাধীনতা দিবসের দিন। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলোতেও বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পর্যটন কেন্দ্রগুলোর বিভিন্ন হোটেলে কেউ ভাড়া থাকলে তাদের ভোটার কার্ডের জেরক্স অবশ্যই হোটেলে সংরক্ষিত করতে হবে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাও আলাদা করে রাজ্যের প্রতিটি থানা এলাকায় নজরদারী শুরু করেছে। প্রতিটি থানা এলাকা কিংবা সীমান্ত এলাকায় কোনও অপরিচিত লোকেরা জমায়েত বা তৎপরতা দেখালে তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

সুন্দরবন আল্–মানার মিশনারী গার্লস স্কুল

নার্সারী শ্রেণি হইতে দশম

খাদিজা নগর নির্দিশখালী। পোঃ– ফুলমালঞ্চ, থানা–বাসন্তী, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হেড অফিস–ক্যানিং টাউন সিনেমা রোড, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সন্নিকটে, থানা –ক্যানিং, জেলা –দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
পরিচালনায় বাসন্তী চুনাখালী এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

বিশেষ সুযোগ
আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আগে আসার ভিত্তিতে প্রথম ১০০ জন ছাত্রীকে মাত্র ২ হাজার টাকায় ভর্তি নেওয়া হবে। প্রদান করা হবে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

জ্ঞাতব্য
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্দেশিত পাঠ্যক্রম অনুসৃত হবে। থাকছে স্বীনি তালিম ও বিভিন্ন সহশিক্ষমূলক কর্মসূচি।

গরীবদের স্বার্থে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় গড়ে উঠেছে হাসপাতাল

প্রতিষ্ঠাতা **আনোয়ার হুসাইন কাসেমী**
মোবাইল : ৯৭৩২৫১৪০৭৮

নিফটি–সেনসেক্সের তুর্কি নাচনে বুল রাজ অব্যাহত

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

প্রায় ৬ মাস হতে চলল। ৯ হাজারের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটি। শুধু তাই নয়, এখন আবার নিফটি বাবাজি ১০ হাজারের ওপর দম নিচ্ছে, এবং বেশ ভালোভাবেই। সেনসেক্সও তো আর 'রাম–শ্যাম–যদু–মধু' নয়, সেও নিজের টার্গেট তৈরি করে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে উত্তরণের প্ল্যাটফর্মে। বিশেষজ্ঞদের মতামতেও এই আবহে বাজার গরম হচ্ছে। তাঁরা বলছেন, নিফটি আগামী ৪–৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে। এত কিছু বড় টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলেও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণেও যে চিত্র ধরা পড়ছে তা বলছে নিফটি আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১২ থেকে ১৫ হাজারে চলে যেতে পারে। মোটের ওপর সবাই ধরেই নিয়েছেন যে ভারতীয় অর্থ বাজার এই মোদী–রাজ অব্যাহত থাকতে চলেছে সামনের লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতেও। সেক্ষেত্রে ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিজেপি রাজ চলার প্রভূত সম্ভাবনা। আবার এখন ২০১৭। অর্থাৎ সামনের এই ৭ বছরের মধ্যে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে একটা অসম্ভব স্থিতিশীলতা চলে আসবে শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে। এর পিছনে আরও কয়েকটি উপাদান অবশ্য কাজ করছে। তার মধ্যে জিএসটি চালু হওয়া, ভালো বর্ষা, দেশি–বিদেশি ফান্ডগুলির ভারতের বাজারের প্রতি আস্থা পোষণ করা, নোটবন্দি পরবর্তী বিভিন্ন নির্বাচনে বিজেপির তাক লাগানো ফলাফল করা, রাজ্যসভায় আগামী বছর খানেকের মধ্যে ঘাটতি মিটিয়ে নেওয়া, মোদির সংস্কার রথ অব্যাহত থাকা, সুদের হার নিরন্তর কমতে থাকা ইত্যাদি এতগুলো ইতিবাচক খবর রয়েছে যা ভারতের বাজারকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে পুরোদমে।

এর সঙ্গে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের

শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১–২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করতে শুরু করেছেন। শেয়ার বাজার যে কতটা ভোজবাজি দেখাতে পারে তা প্রমাণ হল আরও একবার। নোটবন্দির পরে গোত্তা খেয়ে থাকা ভারতের সূচক ভেঙে দিয়েছিল ৮ হাজারের ঘর। সেই ৮ হাজার তো দূরস্থান এখন ১০ হাজারকেই যেন কিছু মনে হচ্ছে না সূচকের অশ্বমেধ ঘোড়ার সামনে। তাহলে কি বাজার একটানা বেড়ে যাবে? এই প্রশ্ন সাধারণ লগ্নিকারীর মনে আসা স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে এটাই বলতে হবে, এটা ভরপুর বুল মার্কেট।

এখানে এভাবেই বেয়ারদের আশা–প্রত্যাশাকে বুলডোজারের নিচে চেপে দেবে বুলবাবুরা। ২০০৮–এ যেমন আমরা বেয়ারদের রক্তচক্ষু দেখেছি। এখন তেমনই চলছে বুলদের দাপট। বেয়ারদের জমানায় ৬ হাজারের ওপরে থাকা নিফটি ২ হাজারের কোঠায় চলে এসেছিল। ২১ হাজারের সেনসেক্স ৮ হাজারের ঘরে এসেছিল। অর্থাৎ তৎকালীন সর্বোচ্চ জায়গা থেকে তিনগুণ নিচে নেমেছিল নিফটি–সেনসেক্সের জোড়া ফলা। এখন যে উত্থান ভারতের বাজারে দেখা যাচ্ছে তা নিফটির নিরিখে ৫৫০০ থেকে বাড়তে শুরু করেছিল। সেক্ষেত্রে একটা রিভার্স খেলা দেখা যেতেই পারে। তিনগুণ নিচে যদি আসতে পারে নিফটি তাহলে একইভাবে ৩–৪ গুণ ওপরে উঠতেও পারে তা। সেই সূত্র ধরলে নিফটি হয়ে যেতে পারে ১৬ থেকে ২০ হাজার। এর ওপরে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর আপনি–আমি ভাবলাম, আর কারেকশন হয়ে গেল তা তো নয়। বরং এটাও হতে পারে একটানা লম্বা একটা বুল রান প্রত্যক্ষ করল ভারত ও তার টিম শেয়ার মার্কেট। সেক্ষেত্রে বলাবাহুল্য, শুধু চোখের দেখা নয়। এর আস্বাদন চেটেপুটেও নেবেন ট্রেডাররা। ২০০৮–০৯–এর সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির এ যেন ঠিক বিপরীত দিক। এখানে ঝান্ডা উড়ছে কেনারাম বাবুদের। তাই, সাধু থুড়ি বেচারাম সাবধান।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১২ আগস্ট – ১৮ আগস্ট, ২০১৭

মেষ : ভাগ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে সময়টি শুভ। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ করবেন। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন কর্মলাভের যোগ লক্ষিত হয়।

বৃষ : বর্তমান সময়টিতে আপনি বন্ধুদের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্য। ভ্রমণ যোগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। মানসিক অশান্তি যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সৃষ্টি হবে।

মিথুন : ব্যবসা–বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে, নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। বন্ধ বান্ধব থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে স্নেহ–প্রীতির যোগলক্ষিত হয়।

কর্কট : নিজের চেষ্টায় আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। উপযাচক হয়ে কারও দায়িত্ব নিতে যাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতার যোগ রয়েছে।

সিংহ : শরীর নিয়ে বিব্রত বোধ করবেন। মনের সুন্দর চিন্তাধারাগুলি বাস্তবে পরিণত করতে সমর্থ হবেন। মায়ের স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভালই হবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করা দরকার।

কন্যা : মনের দোদুল্যমান অবস্থার জন্য সাফল্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফল লাভের যোগ রয়েছে। পতি পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে।

তুলা : কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। মানসিক চঞ্চলতার জন্য শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেবে। ভ্রমণযোগ রয়েছে। সাবধানে চলবেন।

বৃশ্চিক : ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পিতার পক্ষে সময়টি শুভফলদায়ক। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সাফল্যের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে ভালফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফলের যোগ রয়েছে। গোপন শত্রুতার দ্বারা ক্ষতি। বন্ধুদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

মকর : সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্যবসায় উন্নতির যোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। অন্যের দায়িত্ব উপযাচক হয়ে নিতে যাবেন না। ভাই বোনেরা আপনার সঙ্গে শত্রুতা করার চেষ্টা করবে।

কুম্ভ : নিজের চেষ্টায় শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে পূর্বের তুলনায় ফল ভাল হবে। কথা ও কাজে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা দরকার। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, ভ্রমণে বাধা। কারোর দ্বারা প্রভাবিত হবেন না।

মীন : খাওয়া–দাওয়া খুব সতর্কে করতে হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন, বাধা–বিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। বেকারত্বের অবসান হবে, নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ আসবে। ক্রোধকে সংযম করার চেষ্টা করুন। বাতের আধিক্য।

'ক্যাট' পরীক্ষা ২৬ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর কোর্স ও ফেলো প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্যতামান নির্ধারণের পরীক্ষা 'ক্যাট' (কমন অ্যাডমিশন টেস্ট–২০১৭) আয়োজিত হবে ২৬ নভেম্বর। দুটি সেশনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। উল্লেখ্য, দেশের ২০টি আইআইএম (ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউ অব ম্যানেজমেন্ট)–সহ অন্যান্য ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য 'ক্যাট' স্কোরের প্রয়োজন হয়।

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরাই মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর থাকলেই এই পরীক্ষায় বসতে পারেন। যাঁরা ব্যাচেলার্স ডিগ্রির ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন বা দিতে চলেছেন তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। সেক্ষেত্রে ক্যাট উত্তীর্ণরা ব্যাচেলার্স ডিগ্রিতে ৫০ শতাংশ (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর থাকলে তবেই সাফল্যের ছাড়পত্র পাবেন।

পরীক্ষা আয়োজিত হবে দেশজুড়ে ১৪০টি শহরে। 'ক্যাট' ওয়েবসাইট থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে ১৮ অক্টোবর থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। পরীক্ষার ফল ঘোষিত হবে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ।

আবদনের ফি ১,৮০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৯০০ টাকা)।আবেদনের পদ্ধতি ও অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখবেন এই ওয়েবসাইট : www.iimcat.ac.in

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনশিওরেন্সে ৬৯৬

৬৯৬ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনশিওরেন্স কোম্পানি। নিয়োগ হবে দেশজুড়ে সংস্থার বিভিন্ন অফিসে। যে–স্থানের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, প্রার্থীকে সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে।

শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ৪১৪, তফসিলি জাতি ১১০, তফসিলি উপজাতি ৫০, ওবিসি ১২২।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক।

বয়স : ৩০–৬–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতন : শুরুতে ২৩,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ২২ সেপ্টেম্বর, মেন পরীক্ষা ২৩ অক্টোবর।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.uiic.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১৪ থেকে ২৮ অগস্ট পর্যন্ত।

সংস্থার তরফে এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। পাঠকদের সুবিধার্থে আগাম এই খবর জানানো হল।

আগ্রহীরা ১৪ আগস্ট থেকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নজর রাখুন।

এয়ারফোর্সে অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেনিং দিয়ে ফ্লাইং এবং গ্রাউন্ড ডিউটি (নন–টেকনিক্যাল) ব্রাঞ্চে বেশ কিছু তরুণ–তরুণীকে কমিশন্ড অফিসার পদে নিয়োগ করবে ভারতীয় বিমানবাহিনী। নিয়োগ হবে ফ্লাইং এবং মেটিওরোলজিক্যাল শাখায় পার্মানেন্ট ও শর্ট সার্ভিস কমিশনে। পুরুষদের ট্রেনিং হবে ২০৪/১৮ এফ/পিসি/এমও ২০৩/১৮জি/এসএসসি/এম অ্যান্ড ডব্লু (শর্ট সার্ভিস কমিশন) কোর্সে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০১৮–র জুলাইয়ে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ফ্লাইং ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ৭৪ সপ্তারহ এবং মেটিওরোলজি ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ৫২ সপ্তাহ। ফ্লাইং ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে ২০১৫–র ৬ আগস্টের পরে এনসিসি' সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে। মেটিওরোলজি ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে এনসিসি' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।

কাজের খবর

ফ্লাইং শাখায় শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখায় ৩ বছরের স্নাতক। অথবা মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৪ বছরের বিই বা বি টেক ডিগ্রি। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে এবং ওই দুটি বিষয়ে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। পূর্বে পাইলট অ্যাপ্টিটিউড ব্যাটারি টেস্টে ব্যর্থ হয়ে থাকলে আর আবেদন করা যাবে না।

বয়স : ১–৭–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২–৭–১৯৯৪ থেকে ১–৭–১৯৯৮–এর মধ্যে। কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্সধারীরা ২৬ বছর পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৬২.৫ সেমি। পায়ের দৈর্ঘ্য হতে হবে ৯৯ থেকে ১২০ সেমির মধ্যে। থাইয়ের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক ৬৪ সেমি। বসে থাকা অবস্থায় উচ্চতা হতে হবে ৮১.৫ থেকে ৯৬ সেমি। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি : এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯, ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধন যোগ্য। রং চেনার ক্ষমতা সিপি–ওয়ান মানের হতে হবে।

গ্রাউন্ড ডিউটি (নন–টেকনিক্যাল) শাখায় শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে–কোনওটিতে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। বিষয়গুলি হল ; বিজ্ঞানের যে কোনও শাখা, ম্যাথমেটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, জিওগ্রাফিল কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সল ওশানোগ্রাফি, মেটিওরোলজি, এগ্রিকালচারাল মেটিওরোলজি, ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল বায়োলজি। সব ক্ষেত্রেই স্নাতকে ম্যাথমেটিক্স ও ফিজিক্স পড়ে থাকতে হবে এবং উভয় বিষয়েই ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১–৭–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ২৬ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ জন্মতারিক হতে হবে ২–৭–১৯৯২ থেকে ১–৭–১৯৯৮–এর মধ্যে। সব ক্ষেত্রেই ২৫ বছরের কম বয়সিদের অবিবাহিত হতে হবে। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি (মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫২ সেমি) গোর্খা প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেন। উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন থাকতে হবে। দৃষ্টিশক্তি : চশমা–সহ ভালো চোখে ৬/৬, খারাপ চোখে ৬/১৮। রং চেনার ক্ষমতা সিপি–টু মানের হতে হবে।

ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে ১৫ জুন ২০১৮–র মধ্যে সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দেরাদুন, মহীশূর, বারাণসী বা গান্ধীনগরে। প্রার্থী বাছাই করবে এয়ারফোর্স সিলেকশন বোর্ড। দুটি পর্যায়ে পরীক্ষা হবে। প্রথম দিনেই থাকবে প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা। নেওয়া হবে ইন্টেলিজেন্স টেস্ট, পিকচার পারসেপশন অ্যান্ড ডিসকাশন টেস্ট। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে সেদিনই ফেরত পাঠানো হবে। সফলদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। এতে থাকবে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট, গ্রুপ টেস্ট ও ইন্টারভিউ। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা ৪ দিনের। ফ্লাইং ব্রাঞ্চের ক্ষেত্রে নেওয়া হবে কম্পিউটারাইজড পাইলট সিলেকশন সিস্টেম টেস্ট।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.caeerai–rforce.nic.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা ফটো (জেপিজি ফর্ম্যাটে ১০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথ ভাবে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। নম্বরটি লিখে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হবে।

দরখাস্ত পূরণ–সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে। কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হলে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : ০১১–২৩০১–০২৩১ এক্সটেনশন ৭৬১০, ৭৬৪৫, ৭৬৪৬ (সোম থেকে শুক্র সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত)। এছাড়াও প্রয়োজনে ই–মেল করতে পারেন এই আইডিতে : career_iaf@bol.net.in

কলকাত পুরসভায় ১৭৫

নিজস্ব প্রতিবেদন : সাব–ওভারসিয়ার (গ্রেড ফোর) এবং ডেপুটি ম্যানেজার পদে ১৭৫ জন কর্মী নেবে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। সাব–ওভারসিয়ার পদের ক্ষেত্রে নিয়োগ হবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগে। প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন।

শূন্যপদের বিবরণ : সাব–ওভারসিয়ার : ১৪৯টি (সাধারণ ৬১, তফসিলি জাতি ৩৮, তফসিলি উপজাতি ১০ ও ওবিসি–এ ১৩, ওবিসি–বি ১৪, সাধারণ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, সাধারণ–শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, সাধারণ–অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ২, সাধারণ–প্রাক্তন সমরকর্মী ৫, সাধারণ দক্ষ খেলোয়াড় ৩, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক। বয়স ১–১–২০১৭ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন ক্রম : ৫,৪০০–২৫,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,১০০ টাকা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 10 of 2017.

ডেপুটি ম্যানেজার : ২৬টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উজাতি ১, ওবিসি–এ ৩, ওবিসি–বি ৪, সাধারণ–দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, সাধারণ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও বিষয়ে অনার্স–এর স্নাতক। অথবা পাস গ্র্যাজুয়েট, সেক্ষেত্রে স্নাতকোত্তরে ৫৯ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। এআইসিটিই কর্তৃক স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন 'ও' লেভেল কোর্স পাশ করে থাকলে অগ্রাধিকার।

বয়স : ১–১–২০১৭ তারিখে ৩৭ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 11 of 2017.

তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.msc.wb.org প্রথমে রেজিস্ট্রেশন। রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর।অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ দিতে হবে ১৫০ টাকা। প্রসেসিং ফি এবং ব্যাঙ্ক চার্জ অতিরিক্ত ৭০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে শুধু প্রসেসিং ফি ও ব্যাঙ্ক চার্জ দিতে হবে। ফি দেওয়া যাবে অফলাইন–অনলাইন উভয় ব্যবস্থাতেই। অফলাইনে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার চালানের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে : ০০৮৮০১০৩৬৭৯৩৬। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকেই। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর। সেক্ষেত্রে চালানের প্রিন্ট আউট নিতে হবে ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। ফি দেওয়া যাবে অনলাইনেও উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিট করুন। দরখাস্ত সাবমিটের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর। দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থী বাছাই এবং দরখাস্তের পদ্ধতি–সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাসট : www.mscwb.org

শব্দবার্তা ৪২

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ভারতে দিনেমারদের এখানেই ছিল প্রধান আস্তানা ৪। কেতন, ঝান্ডা ৫। লেখার পারিশ্রমিক ৬। প্রিয় বৎস ৯। দুর্বল ১০। অবিশ্রান্ত, ক্রমাগত ১১। শরৎগল্প ১২। বর্ষাকালে যে ঝামেলা লেগেই থাকে।

উপর–নীচ

১। জেলে যাওয়া বা থাকা ২। প্রাচীন, বৃদ্ধ ৩। বড় ঝুড়ি বিশেষ ৪। খাটুনি, মেহনত ৭। অর্থ ও সম্পদের হানি ৮। হস্তরূপ পদ্ম ৯। কঠিন কিছু চিবোনোর শব্দ ১১। 'ভুলিয়ো স্মৃতি — নিশীথ স্বপন সম'।

সমাধান : শব্দবার্তা ৪১

পাশাপাশি : ১। রাধা ৩। সমঝোতা ৬। পাটকেল ৮। কত ১০। মত ১২। প্রস্থ ১৩। কলি ১৫। মতিগতি ১৬। কাঠমান্ডু ১৭। নম্র।

উপর–নীচ : ২। ধারাপাত। ৪। মঞ্জিল ৫। তালাক ৭। কেজো ৯। তটস্থ ১০। মন্ত্রক ১১। ক্ষতি ১২। প্রতিদান ১৪। লিপিকা ১৫। মহিমা।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড় – হেমন্তদার স্টল ● হাজরা পেট্রল পাম্প – শঙ্কর ঠাকুর ● রাসবিহারী মোড় – কল্যাণ রায় ● ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক – বাপ্পাদার স্টল ● লেক মার্কেট – পাঁচু প্রামাণিক ● চারু মার্কেট – গণেশদার স্টল ● মুদিয়ালি – দীনবন্ধুদার স্টল ● পূর্ব পুটিয়ারি – রামানন্দদার স্টল ● রাণীকুঠি পোস্ট অফিস – শম্ভুদার স্টল ● নেতাজী নগর – অনিমেষ সাহা ● নাকতলা–গোবিন্দ সাহা ● বান্টি ব্রিজ–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● মহামায়াতলা–দীপক মণ্ডল ● তেঁতুলতলা–সজল মন্ডল ● ক্যানিং স্টেশন–পঞ্চাননদার স্টল ● যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম–সুব্রত সাহা ● আমতলা – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● শিরাকোল–অসিত দাস ● ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম–বৃন্দাবন গায়েন ● কাকদ্বীপ–সুভাশিসদা ● বারাসত রেলস্টেশন–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● হাবড়া রেলস্টেশন– বিজয় সাহা ● বনগাঁ রেলস্টেশন– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● রানাঘাট রেলস্টেশন– তপন সরকার ● কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন– দে নিউজ এজেন্সি ● কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন– নিখিল রায় ● ইছাপুর রেলস্টেশন– তপন মিদ্দে ● বাগদা– সুভাষ কর ● নৈহাটি রেলস্টেশন– কিশোর দাস ● কল্যাণী–গোরা ঘোষ ● ব্যারাকপুর–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● শ্যামবাজার–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● কলেজ স্ট্রিট–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● হাতিবাগান–দাস বুকস্টল ● উল্টোডাঙা–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● লেকটাউন–গুপীনাথ বুকস্টল ● দমদম–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● হাডকো মোড়–জি এন বুকস্টল ● বাগুইআটি–চিত্ত বুকস্টল ● ব্যান্ডেল স্টেশন– খোকন কুন্ডু ● ব্যান্ডেল বাজার– দীনেশ জৈন ● চুঁচুড়া স্টেশন– বিনয় সিং ● হুগলি স্টেশন– হরিপ্রসাদ ● চন্দননগর স্টেশন– অসীম পাল ● শ্রীরামপুর স্টেশন– মহেশ জৈন ● ম্যাঙ্কশাল কোর্ট– রাজনারায়ণ সিং ● ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক – রমেশ গুপ্তা ● বর্ধমান – দীনেশ জৈন ● শিয়ালদহ – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ডিআরএম কে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ক্যানিং ঃ–সুন্দরবনের প্রধান প্রবেশদ্বার ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশনের সার্বিক উন্নয়ন ও যাত্রীদের নানান পরিষেবার জন্য ক্যানিং ১ মন্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে সোমবার পূর্বরেলের ডিভিশনাল ম্যানেজার বাসুদেব পান্ডার হাতে দাবি সমূহ স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। বিজেপি প্রতিনিধি দলে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলা সাধারণ সম্পাদক মৃগাঙ্ক রায়(বাপী),জেলা সম্পাদক সঞ্জয় নায়েক,ও মন্ডল সভাপতি দীপক হাওলাদার। দাবিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন রাস্তা চওড়া করা ,দ্রুত সংস্কার এবং পুনরায় যাতে রেলে সম্প্রসারণ হয় তার পদক্ষেপ নেওয়া। শৌচালয়,পানীয়জল,টিকিট কাউন্টার বৃদ্ধি বিশেষ করে মহিলা কাউন্টার ,কার পার্কিং জোন,রেলওয়ে ক্যান্টিন ও সুন্দরবন ভ্রমণে পর্যটক সহ রেলযাত্রীদের রাতে থাকার জন্য বিশ্রামাগার এবং ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশন বাংলাদেশ বর্ডারের নিকট হওয়ার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা, সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো ও অন্যান্য দাবি করা হয় স্মারকলিপিতে । রেলওয়ে ম্যানেজার বাসুদেব পান্ডা মনযোগ সহকারে স্মারকলিপি পড়েন এবং বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন ।

আগাম ঘোষণা ছাড়াই প্রতিদিন ট্রেন যাতায়াতের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্বরেলের দুর্গানগর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। প্রতিদিন শয়ে শয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করেন এই স্টেশন দিয়ে। কিন্তু আজও পর্যন্ত ট্রেনের যাতায়াতের আগাম ঘোষণার ব্যবস্থাই হল না।যেখানে প্রতিটি স্টেশনে কোন ট্রেন কোন লাইনে আসবে কখন ছাড়বে সমস্ত কিছুই আগাম ঘোষণা করা হয় সেখানে ব্যতিক্রম শুধু দুর্গানগর স্টেশনটি। ফলে ভীষণরকম অসুবিধায় পড়তে হয় যাত্রীসাধারণকে।

কর্মসূত্রে মালয়েশিয়ার বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন মন্ডল চার বছর বাদে ২ মাসের জন্যে এসেছেন দেশের বাড়ি বনগাঁতে ছুটি কাটাতে। আর এরই মধ্যে দুর্গানগর মামার বাড়িতে এসেছিলেন বেড়াতে। কথা হল দুর্গানগর স্টেশনে তার সঙ্গে। তিনি বলছিলেন, দাদা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি সমস্ত স্টেশনে ট্রেন আসা যাওয়ার আগাম ঘোষণা করা হলেও এই স্টেশনে কিছুই করা হয় না। কিন্তু কেন করা হয় না এর কোনও উত্তর আজও অজানা এলাকার বাসিন্দাদের। এই উত্তর পাওয়া গেল হাবরার বাসিন্দা নিত্য যাত্রী অমৃত সরকার সহ স্থানীয় দু–একজন দোকানদারের কাছ থেকে। মাত্র ২০ মিনিটের ব্যবধানে আগাম ঘোষণা ছাড়াই নিশব্দে সটান বেরিয়ে গেল। নেমেই বারাসত, হাবড়া লোকাল, হাসনাবাদ লোকাল সহ একাধিক লোকাল ট্রেন। কোন প্ল্যাটফর্মে আসবে, কখন আসবে, কোন লোকাল আসছে তার কোন কিছুই জানান না দিয়ে এক এক করে বেরিয়ে গেল ট্রেনগুলি। ফলে যারা নিত্যযযাতায়াত করেন তাদের খুব একটা অসুবিধা না হলেও বিশাল অসুবিধায় পড়েন নতুন যারা আসেন তারা বলে জানান দুই দোকানদার। বাস্তবে তাই যার প্রমাণ পাওয়া গেল দুর্গানগর স্টেশনে দাঁড়িয়ে থেকেই কবে এর প্রতিকার হবে তার উত্তর জানার আশায় বুক বেধে বাসিন্দারা। এখন দেখার পরে এর অবসান হয় সেটাই দেখার।

চলছে নর্দমা তৈরির কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : অবশেষে হাওড়ার সালকিয়ার তিন এবং চার নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত জমা জল বের করবার উদ্যোগ নিলেন সালকিয়ার চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিনতি অধিকারি। দীর্ঘ বছর ধরেই সালকিয়া অঞ্চলের বৃষ্টি, বন্যার জল সহ বিষাক্ত নোংরা জল তিন নম্বর ওয়ার্ডের একটি বড় নর্দমা দিয়ে বের করে তা নিয়ে যাওয়া হত গঙ্গায়। ফলে সালকিয়ার জমা জলের হাত থেকে বাঁচতেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু ইদানিং রাস্তাঘাট অতি আধুনিক এবং উঁচু হওয়াতে রাস্তা থেকে বাড়ি ঘরের অবস্থা হয় পড়েছে নিচু। ফলে তিন নম্বর ওয়ার্ডের নিচু এলাকার বাড়ি ঘর গুলিতে জল ঢুকে পড়ার আশঙ্কায় পুর প্রতিনিধিরা। এই অবস্থার অবসান ঘটানোর উদ্যোগী হয়েছেন চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিনতি অধিকারী। তিনি তার ওয়ার্ড থেকেই বড় নর্দমা তৈরি করে সেই বড় নর্দমা দিয়ে নোংরা এবং বর্ষার জল বের করে তা গঙ্গায় ফেলার ব্যবস্থা করেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এবং নর্দমা তৈরির কাজও প্রায় অর্ধেকের বেশি হয়ে গিয়েছে। এই নর্দমা তৈরির জন্য তিনি স্থানীয় কয়েকজন যুবককে কাজে লাগিয়েছেন বলে জানা যায়। খুব শীঘ্রই ড্রেন তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে মিনতিদেবী আশা প্রকাশ করেন। তাই খুব দ্রুত গতিতে চলছে নর্দমা তৈরির কাজ বলে জানা যায় স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দাদের কাছ থেকেই।

ইনজেকশনে মৃত্যু ব্যবসায়ীর, পলাতক হাতুড়ে

অভীক মিত্র : এক হাতুড়ে চিকিৎকের দেওয়া ইনজেকশনে মারা যায় এক ব্যবসায়ী। এই ঘটনা ঘিরে উওপ্ত হয়ে উঠল বীরভূম জেলার সিয়ান গ্রাম। ২ আগস্ট বাজার করে ফেরার পথে অসুস্থতা অনুভব করায় সিয়ান গ্রামের 'সরস্বতী ফার্মেসি'তে দেখাতে যান ব্যবসায়ী প্রণব চৌধুরী (৫০)। সেখানে বাবু ডাক্তার প্রণবকে একটি ইনজেকশন দেওয়ার পর তিনি নেতিয়ে পড়ায় পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মারা যায় ওই ব্যবসায়ী। বাড়ি সিয়ান মুলুক পঞ্চায়েতের বেরুগ্রামে। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে উত্তপ্ত হয়ে উঠে এলাকা। পালিয়ে যায় অভিযুক্ত হাতুড়ে চিকিৎসক বাবু ডাক্তার ওরফে অশোক আচার্য্য। খবর পেয়ে যান জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী। বেরুগ্রামেই বাড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরীর। আমডহড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অশোক আচার্য্য। সিয়ান গ্রামে 'সরস্বতী ফার্মেসি' নামে একটি ওষুধের দোকান চালাত। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বাবু ডাক্তার হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্টিস করলেও অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দিত। পুলিশ গিয়ে ওষুধের দোকানটিকে সিল করেছে।

ধরা পড়লো ভুয়ো আয়ুর্বেদিক ডাক্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে ফের ধরা পড়ল ভুয়ো ডাক্তার নাম গোপাল চন্দ্র মান্না (৫১)। জয়নগর মজিলপুরের বাসিন্দা। সোনারপুরে জগদ্দলে বান্ধব ব্যায়াম সমিতির শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার নাম করে রোগীদের কাছ থেকে দু–আড়াই হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। গোপাল বাইরে দেওয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা গেল সম্পূর্ণটাই ভুলে ভরা। এরপর সমিতির সদস্যদের সন্দেহ হলে তারা গোপালবাবুর কাগজ পত্র দেখতে চায়। অথচ তিনি কিছুই দেখাতে পারেননি। অভিযোগ এর সঙ্গে জড়িত ডাক্তারের দুই শাগরেদ অসীম ঘোষ ও অসিত ঘোষ। এরা দুজন থাকে সোনারপুর বৈকুণ্ঠপুরে। এরপর তিনজনকে আটক করে সোনারপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ এদের গ্রেফতার করে। জানা গেছে এক অজানা সংস্থার কাছ থেকে আয়ুর্বেদ সার্টিফিকেট তৈরি করে নেয় এই ভূয়ো চিকিৎসক। পুলিশ এদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও চিটিং মামলা রুজু করেন।

বাসন্তীতে রাস্তা সারাই এর দাবিতে পঞ্চায়েতে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

রাস্তায় ধানগাছ রোপন করছেন গ্রাম বাসীরা।

দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার যাতায়াতের একমাত্র রাস্তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। যার জন্য প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে। একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজই হয়নি বলে অভিযোগ বাসন্তী ভরতগঞ্জ পঞ্চায়েতের গ্রামবাসীদের। গত মঙ্গলবার থেকে রাস্তা খারাপের জন্য রাস্তায় ধানগাছ রোপন করে, অনির্দষ্টকালের জন্য বাস অটো ম্যাজিক গাড়ি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ছিলেন চালকরা। তারপর সাময়িক ভাবে বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতি পূর্তকর্মাধ্যক্ষ তাপস মন্ডল ঘটনাস্থলে গিয়ে রাস্তা সারাই এর আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। কাজ শুরু না হওয়ায় বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের পথ অবরোধ শুরু করেন। সেই সাথে ভরতগঞ্জ পঞ্চায়েত অফিসে পঞ্চায়েত কর্মীদের কে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ অবস্থান করে গ্রামবাসীরা। উল্লেখ্য দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী বাজার থেকে গঙ্গামেলা পর্যন্ত প্রায় ২০ কিমি রাস্তা জঘন্য ভাবে রয়েছে যা মানুষ চলাচলের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার। এই রাস্তা দিয়ে দশটি বাস ২০০টি অটো সহ ম্যাজিক টোটো চলচলের পাশাপাশি ৩টি হাইস্কুল ১২টি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের যাতায়াতের একমাত্র পথ। তাসত্ত্বেও নজর নেই প্রশাসনের। স্থানীয় বাসিন্দা তথা সুন্দরবনের কবি ফারুক আহমেদ সরদার বলেন নেতায় নেতায় লড়াই করে বাসন্তী ব্লকটা আজ শশ্মানে পরিণত করেছেন,তার খেসারত আমাদের কে বহন করতে হচ্ছে। এই রাস্তার জন্য একাধিক বার প্রশাসন কে জানিয়ে কোন ফল মেলেনি। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজন কি কষ্টে যাতায়াত করছেন তার দিকে কারো কোন নজর নেই। আজও সেই তিমিরে সুন্দরবনের মানুষজন।

বারবার জানিয়ে প্রশাসন কোন ও রকম পদক্ষেপ না নেওয়ায় ধৈর্য্য হারিয়ে গ্রামবাসীরা বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত অফিসে তালা দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

ব্লক প্রশাসন সুত্রে জানা গেছে রাস্তা সারাইয়ের জন্য ৮৪ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে ,খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

স্থানীয় ভরতগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্চিতা বর জানান দীর্ঘ দিন ধরে প্রশাসনের সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের কে জানিয়েছি। কোনও কাজ হয়নি। ক্ষোভে গ্রামবাসীরা আজ গণবিক্ষোভ শুরু করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার আমি জেলা সভাধিপতির সাথে রাস্তার এবং অবরোধ বিক্ষোভ এর কথা আলোচনা করবো। আর আমার পঞ্চায়েতের পক্ষে তো আর এত বড় কাজ করা সম্ভব নয় । তাসত্ত্বেও ও পঞ্চায়েত থেকে ৮০ হাজার টাকা দিয়ে মোটামুটি ভাবে মেরামত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু সময় তো দিতে হবে।

অত্যাচারে আত্মঘাতী যুবক

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরে মাত্র কয়েকদিন আগে এক আইনজীবী আত্মঘাতী হবার পর ফের সোনারপুর দক্ষিণ জগদ্দলের এক নজরুল পল্লিতে কুড়ি বছরের যুবক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল। অভিযোগ সৎ মার অত্যাচারে তাপস মন্ডল নিজের বাড়ির বারান্দায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, তাপসের বাবা মারা যাওয়ার পর সৎ মা তাপসের উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করত। শুধু তাই নয় আত্মহত্যার প্ররোচনাও দিতেন বলে অভিযোগ। সেদিন তাপস বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে তারকেশ্বর যায় শিবের মাথায় জল ঢালতে। ঘরে ফিরে এসে অনেকবার দরজা ধাক্কায় কিন্তু সৎ মা মামনি দরজা খোলেনি। তখন তাপস দুঃখে, অপমানে আত্মঘাতী হয়। এলাকার মানুষের দাবি মামনির সঙ্গে সর্ম্পক ছিল বাপী নামে এক যুবকের সঙ্গে। তার পথের কাঁটা তাপসকে চিরকালের মতো সরিয়ে দেবার জন্য খুন করা হয়েছে। সোনারপুর থানা ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

সম্পর্কের টানপোড়েনে ফেসবুকে মৃত্যুর বার্তা দিয়ে আত্মঘাতী রোহিত

মেহেবুব গাজী

মৃত রোহিত দাস। মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগে ফেসবুকে আপলোড করা ছবি।

৭ আগস্ট: যেদিন থাকব না আমি সেদিন তুমি বুঝবে আমার ভালোবাসা। ফেসবুকে লাস্ট স্ট্যাটাস দিয়ে চলে গেল প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মঘাতী এক মেধাবী ছাত্র। মৃত রোহিত দাস (১৭) হারুডপয়েন্ট কোস্টাল থানার সুভাষনগরের বাসিন্দা। সে স্থানীয় কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতনের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। পড়াশুনোয় অত্যন্ত মেধাবী ছিল রোহিত। গত বছর মাধ্যমিকে ৬৩৭ নম্বর (৯১ শতাংশ) পায় সে। সায়েন্স নিয়ে পড়ছিল সে।

ভেবেছিলাম রাস্তাগুলো একসঙ্গে হাত ধরে পার করব। কিন্তু সব স্বপ্ন ভেঙে নাটক করা শিখিয়ে দিলি।' গত ২ জুলাই নিজের ফেসবুক টাইমলাইনে একাদশ শ্রেণির ছাত্র রোহিত দাস ওরফে ভিকির এমন হতাশা ধরা পড়েছিল। রবিবার রাত ৮টা ৪২ মিনিটে আবার ফেসবুকের কভার ফটো পালটান রোহিত। সেখানে সমুদ্রের জলে পা ডোবানো অবস্থায় একটি ছবি লাগায় সে। সেই ছবি দেখে কয়েকজন বন্ধু রোহিতকে ফোন করে। তখন বন্ধুদের রোহিত জানিয়েছিল, আমি সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছি।' এই ফেসবুক বার্তার কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাড়ির মধ্যে থেকে রোহিতের দেহ উদ্ধার হয়।

রবিবার সন্ধে নাগাদ বাবার স্কুটি নিয়ে বেরিয়েছিল রোহিত। বেরিয়ে স্থানীয় মুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে যায় সে। সেখানে নদীতে দাঁড়িয়ে একটি ছবি তোলে সে। সন্ধে নামার মুহূর্তে সেই ছবিতে রোহিত দু'হাত তুলে পেছন ফিরে ছিল। সেই ছবি ফেসবুকে আপলোড করে রোহিত।

এইসময় কয়েকজন বন্ধুকে ফোন করে রোহিত জানিয়েছিল, আমি সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছি। রাতে রোহিত কখন বাড়ি ফিরেছিল তা সঠিক করে কেউ বলতে পারছেন না। ফাঁকা বাড়িতে রোহিত ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। রাতে বাবা–মা বাড়ি ফিরে এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায়। রোহিতের স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত দাস বলেন, অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র রোহিত। সব বিষয়ে নেতৃত্ব দিত ও। কাল রাতেও কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে রোহিত। তারপর এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেবে আমরা ভাবতে পারিনি। আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাউন্সিলিং করব।' রোহিতের বাবা–মা ছেলের মৃত্যু নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চান নি। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃতুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। রোহিতের ফোনের কললিস্ট খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সোমবার কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে রোহিতের দেহের ময়নাতদন্ত হয়।

রোহিতের বাবা নির্মল দাস একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাকদ্বীপ শাখার কর্মচারী। দুই ভাইবোনের মধ্যে রোহিত ছোট। এক দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। পঞ্চম শ্রেণি থেকে কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যা নিকেতনে পড়ত সে। বরাবরই রোহিত মেধাবী ছাত্র। পড়াশুনোর পাশাপাশি খেলাধূলায় ও আচার ব্যবহারের জন্য পাড়ার সকলের প্রিয় ছিল সে। এদিন রোহিতের অকাল মৃত্যুর খবরে প্রতিবেশী ও বন্ধুরাও হতবাক। তবে রোহিতের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুর দাবি, সহপাঠী এক ছাত্রীর সঙ্গে রোহিতের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই ছাত্রী ইদানীং রোহিতকে এড়িয়ে চলছিল। ইদানীং রোহিত কিছুটা অবসাদেও ভুগছিল। ফেসবুকে রোহিতের সেই হতাশাও ধরে পড়েছে।

বোমায় উড়ল বাড়ির বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোমা বাঁধার সময় তা ফেটে উড়ে গেল বাড়ির ছাদ। আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। বীরভূম জেলার লোকপুর থানার ডেমুরিয়া গ্রামের ঘটনা। পুলিশ বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, বহিস্কৃত তৃণমূল নেতা শেখ সমীরচাঁদের বাড়িতে বোমা বাঁধার সময় ১ আগস্ট সকাল ৯টা নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটে। উড়ে যায় বাড়ির ছাদ। ক্ষতিগ্রস্থ হয় আশেপাশের বেশ কিছু গাছ। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ছাদের অ্যাসবেস্টসের চাল উড়ে পাশের গাছে গিয়ে পড়ে। এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বাড়ির মালিক বহিস্কৃত তৃণমূল নেতা শেখ সমীরচাঁদ ও তার শাগরেদ পিয়ার মন্ডল। ঘটনাস্থলে যায় লোকপুর থানার পুলিশ।

প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধারে তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মথুরাপুর : চুরি গিয়েছে ৪০০ বছরের প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি। মথুরাপুরের বাসুদেবপুর গ্রামের চৌধুরী পরিবারের সেই কুলদেবতা ফিরে পেতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ পরিবার। গত ২৩ জুলাই রাতে বাড়ির মন্দির থেকে চুরি যায় মূর্তিটি। মথুরাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পরে ১ আগস্ট নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে মূর্তি চুরির তদন্ত চেয়ে আবেদন করেন চৌধুরী বাড়ির সদস্যরা। সেই আবেদনের ভিত্তিতে সিএমও থেকে সুন্দরবন পুলিশ জেলা তথাগত বসুকে দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই চুরির তদন্তে জেলা পুলিশের গোয়েন্দাদের নিয়ে একটি টিম তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা বাসুদেবপুর গ্রামে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। পুলিশ সুপার তথাগত বসু বলেন, 'জেলা পুলিশের গোয়েন্দারা তদন্ত করছে। তদন্তের স্বার্থে বিশেষ কিছু বলা যাবে না।'

মথুরাপুর পশ্চিম পঞ্চায়েতের বাসুদেবপুর গ্রাম। সুন্দরবনের প্রাচীন এই জনপদ। একসময় এই গ্রামে চৌধুরীদের জমিদারি ছিল। সেই জমিদারির সূত্র ধরে পরিবারের কুলদেবতা হিসেবে একটি শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণুমূর্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই মূর্তিটি কালো কষ্টিপাথরের। পাথরের সেই মূর্তিতে খোদাই করে লাগানো ছিল সোনার চোখ ও ঠোঁট। ছিল রুপোর পৈতে। দেখতে দেখতে ৯ পুরুষ চলছে চৌধুরী পরিবারের। মূর্তিটি চৌধুরী পরিবারের হলেও গ্রামের সব মানুষ এই মূর্তিটিকে ভক্তিভরে পুজো দিতেন। প্রতিবছর দোলযাত্রার সময় মূর্তিটিকে রুপোর সিংহাসনে বসিয়ে দোলমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। এই মূর্তিপুজোর জন্য বংশপরম্পরায় পুরোহিত, ঢাকি, নাপিত রয়েছেন। তাঁরা চৌধুরী বাড়ির জমিতেই বসবাস করেন। চৌধুরী বাড়ির বাসরের একটি মন্দিরে বর্তমানে মূর্তিটি রাখা ছিল। চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা পালা করে মূর্তিটিকে নিত্য সেবা দিতেন। গত ২৪ জুলাই সকালে পরিবারের সদস্যরা গিয়ে দেখেন, মূর্তিটি মন্দিরে নেই। মন্দিরের গ্রিল বাঁকানো ও তালা ভাঙা। ওইদিন মথুরাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। সুন্দরবনের প্রত্নগবেষক দেবীশংকর মিদ্যা বলেন, 'শালগ্রাম শিলা হয় একধরনের জীবাশ্ম। মূলত নর্মদা অববাহিকাতে এই শিলা পাওয়া যায়। তবে এই শিলা এখন দুঃপ্রাপ্য। শ্বাশত চৌধুরী বলেন, 'এই মূর্তিকে ঘিরে পূর্বপুরুষের আবেগ জড়িয়ে আছে। এই মূর্তি আমাদের কূলদেবতা। সেই মূর্তি চুরি যাওয়ায় পরিবার ও গ্রাম ব্যথিত। আমরা শুধু মূর্তিটা ফিরে পেতে চাই। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছি।'

নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটির বাৎসরিক অনুষ্ঠান

কুনাল মালিক : গত ১০ আগস্ট দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটি তাদের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সঞ্চিতা কলাভবনে। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন নোদাখালি থানার আইসি তথা সমন্বয় কমিটির কনভেনর বিশ্বজিৎ পাত্র। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীজয়বর্ধন, ডিএসপি উত্তম মিত্র, শ্রীমন্ত বৈদ্য প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিরা সকলেই সমন্বয় কমিটির উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং নোদাখালি থানা এলাকায় শান্তি–সম্প্রীতি বজায় রাখতে সকলকে আবেদন করেন। অনুষ্ঠানে বিগত উৎসব মরশুমের শারদ, দীপাবলী, জগদ্ধাত্রী ও মহরম সম্মান তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী কল্যাণ দাস ও সুশান্ত দাস বাউল। নৃত্য পরিবেশন করে সঞ্চিতা ও তাথৈ সংস্থার নৃত্য শিল্পীরা। সমন্বয় কমিটির পক্ষে সকলকে আপ্যায়ণ করেন হেমন্ত কাসওয়ানী, বুচান ব্যানার্জী, তুষার সরকার, খালেখ বাবু প্রমুখ। সমগ্র সভাটি সঞ্চালনা করেন বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতি ও সমন্বয় কমিটির সভাপতি স্বপন কুমার রায়।

মহিলা আইনজীবী খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনারপুর চক্রবর্তী পাড়ায় এক আইনজীবী গৃহ বধুকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো জামাইয়ের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার জামাই, শ্বশুর ও শাশুড়ি। অভিযোগ বহু দিন ধরে অত্যাচার চলছিল। টাকা আদায়ের জন্য রোজ মদ খেয়ে স্ত্রী পায়েলের উপর নির্মম অত্যাচার চালাত স্বামী গাড়ি ব্যবসায়ী জয়দীপ বসু। পায়েল বাবার এক মাত্র মেয়ে। বারো বছর আগে বিয়ে হয় জয়দীপের সঙ্গে। একটি ৫ বছরের কন্যা সন্তান আছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় পায়েল নিজে আইনজীবী হয়েও স্বামীর এই নিষ্ঠুর অত্যাচারকে দিনের পর দিন চুপচাপ সহ্য করে গেছেন। জানা গেছে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়িতে চলে যান পায়েল। এক মাস আগে জয়দীপ ফের নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। ঘটনার দিন জয়দীপ ঋতিকাকে পায়েলের বাবার বাড়ি দিয়ে আসে। কিছুক্ষণ বাদে এলাকার বাসিন্দারা জানতে পারে দোতালার ঘরে পায়েল গলায় ফাঁস লাগিয়ে সিলিংএ ঝুলছে। সুভাষগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এই মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই জয়দীপের বাড়ি ঘেরাও করে স্থানীয় মানুষজনেরা। ঘটনাস্থলে আসে রাজপুর সোনারপুর পুরসভার চেয়াম্যান ডাঃ পল্লব দাস ও সোনাপুর থানার পুলিশ । গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি। পায়েলের মা সন্ধ্যা চক্রবর্তী বলেন আমার মেয়েকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জয়দীপের উপযুক্ত শাস্তি চাই।এই ঘটনায় সোনারপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

বন্যায় একমাত্র প্রাণ সঞ্চার বলাগড়ের নৌকাশিল্প

মলয় সুর, বলাগড় : একদিকে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা ভয়াবহ বন্যার কবলে। রাস্তাঘাট, চাষের জমি ঘরবাড়ি ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, এখনও বহু গ্রাম জলের তলায়। হাজার হাজার মানুষ বিপন্ন, ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ বাড়ছে। অপরদিকে কিছুটা হলেও স্বস্তির ছাপ বলাগড়ের নৌকাশিল্পের কারিগরদের মুখে। যে বছর রাজ্যে বন্যা হয় সেই সময় প্রাণ ফিরে পায় বলাগড়ের নৌকাশিল্প। একলাফে নৌকার বিক্রি বেড়ে যায় কয়েকগুন। ব্যস্ততা বেড়ে যায় কারিগরদের। সর্বনাশা বন্যা এদের কাছে তাই আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। হুগলির বলাগড়ের নৌকাশিল্প রাজ্যের মধ্যে বিখ্যাত। আগে প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক বহু প্রাচীন এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্ভর করতেন।

এখনও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে চাহিদা রয়েছে বলাগড়ের নৌকার।

এবারও চাহিদা বেড়েছে নৌকার। এখন কারখানার সংখ্যা কমতে কমতে ৩০টিতে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকের সংখ্যা কমে হয়েছে ২০০ জন। অনেকেই এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন। কারণ বছরে ৬ মাস কাজ থাকে না। বহু কারখানায় তৈরি নৌকা পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর্থিক ক্ষতি সামাল দিতে না পেরে অনেক মালিক কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। গুপ্তিপাড়া পর্যটন সংস্থার সম্পাদক বিশ্বজিৎ নাগ বলেন বিক্রি না থাকায় সেইভাবে প্রস্তুত ছিল না কোনও কারখানা। তাই হঠাৎ বন্যায় চাহিদা বাড়লেও দূর–দূরান্ত থেকে আসা বহু ক্রেতাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। তবুও গত কয়েকদিন দেড় কোটির মতো নৌকা বিক্রি হয়েছে বলাগড়ে। তাঁর দাবি অবিলম্বে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে প্রাচীন এই শিল্প হারিয়ে যেতে বসেছে। যখন রাজ্যে বন্যা হয় তখনই কেবল বলাগড়ের নৌকার নাম শোনা যায়। তারপর আবার সেই একই অবস্থা। কাজ দিতে না পারায় শ্রমিকদের আটকে রাখা যাচ্ছে না। এইভাবে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই শিল্প কীভাবে বেঁচে থাকবে তা নিয়ে সরকারি মহলে কোনও ভাবনা নেই। বিশ্বজিৎবাবু মনে করেন সরকারি উদ্যোগে স্বল্প সুদে যদি এই কারখানাগুলিকে ঋণ দেওয়া যায় তাহলে এই শিল্পকে এখনও বাঁচানো সম্ভব। প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে নৌকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও রয়েছে সমস্যা ইতিমধ্যেই হুগলির অতিরিক্ত জেলাশাসক কারখানাগুলি পরিদর্শন করেছেন। কীভাবে নৌকাশিল্পকে সাহায্য করা যায় সেই ভিত্তিতে একটি রিপোর্টও তৈরি করা হয়েছে। সেই আশাতেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন নৌকা কারিগররা— যদি তাদের সুদিন আবার ফেরে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১২ আগস্ট – ১৮ আগস্ট, ২০১৭

বাঙালি ও মুকুল বিড়ম্বনা

সেই সোনার কেল্লার জমানা থেকেই মুকুল আর পিছু ছাড়ছে না বাঙালির। সত্তরের দশক পার করে এই ২০১৭ তে এসে সেই ফেলুদা অবশ্য আর অতটা স্বতস্ফূর্ত নেই। বয়সের কারণে এটা স্বাভাবিক। তাও এই বয়সে এসেও সেই ফেলুদারূপী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কিন্তু চুটিয়ে ছবির কাজ করে যাচ্ছেন। চলছে মঞ্চাভিনয়ও। ফেলুদা হিসেবে তিনি সোনার কেল্লায় ছোট্ট মুকুলের জট ছাড়ালেও বাংলার রাজনীতিতে মুকুল রায় নামক গোলকধাঁধা কিন্তু ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আর এই মুকুলের ঠেলায় (পড়ুন গুঁতো) একেবারে নাজেহাল অবস্থা শাসক থেকে বিরোধী প্রত্যেকের। মুকুল নিয়ে আশা ও আকাঙ্খা বিভিন্ন শিবিরেই রয়েছে। শাসক ব্রিগেড এটা ভালো মতো জানে তৃণমূল যতই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইমেজের ওপর চলুক না কেন, আর অভিষেক এসে যতই মুক্ত বাতাস আনার চেষ্টা করুক না কেন মুকুল রায়ের মতো ক্রাইসিস ম্যানেজার খুব কম। প্রায় নেই বললেই চলে। এই যে পাহাড়ের ক্রমবর্দ্ধমান অশান্তি বা উত্তর ২৪ পরগনার একটা অংশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের বাতাবরণ এসব মুকুল সক্রিয় থাকলে কোনও সমস্যাই হত না বলে বক্তব্য রাজনৈতিক মহলের। সেজন্যই শাসক দলে মুকুল রায়ের এত চাহিদা। এর পাশাপাশি মুকুল রায় যদি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে (যাঁর মধ্যে সাংসদ ও বিধায়কদের একটা ভালো অংশ থাকার কথা) দল ছেড়ে বেরোতে পারেন তাহলে ফের একটা শক্তিশালী বিরোধী অক্ষরেখা গড়ে তুলবে। এজন্য বিরোধীরাও তাঁর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে। তবে আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিরোধীরা কিছুতেই ঝেড়ে কাশছেন না এ ব্যাপারে। কারণ গত বিধানসভা ভোটে মুকুল রায়কে সামনে রেখেই দীর্ঘদিনের বৈরিতা দূরে সরিয়ে জোট গড়েছিল কংগ্রেস ও সিপিএম। শেষ পর্যন্ত মুকুল ফের ঘাসফুলের বৃত্তে ফিরে যাওয়ায় ভরাডুবি ঘটে কং–বামের। তাই এখনই মুকুলের পদক্ষেপ নিয়ে সাত–তাড়াতাড়ি কোনও মন্তব্যে যাচ্ছেন না তাঁরা। অন্যদিকে রাজ্যে নিজেদের জমি ক্রমাগত মজবুত করতে থাকা বিজেপি শিবির আশাবাদী টিম মুকুল সরাসরি না হলেও তাঁদের সঙ্গে সমঝোতা করেই এগোবেন। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে মুকুলের লম্বা প্রাতরাশ বৈঠক এ বিষয়ে অনেকটাই জল্পনা বাড়িয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে মুকুল নিজে ও তাঁর শিবির থেকে জানান দেওয়া হয়েছে তাঁরা তৃণমূলেই থাকছেন। এর পরেও তলে তলে অনেক রাজনৈতিক পটচিত্র তৈরি হচ্ছে। যাঁর মধ্যে আবার সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে মুকুল শিবিরের অন্যতম দুই সেনানী প্রদীপ ঘোষ ও অমিতাভ মজুমদারকে। এঁদের সঙ্গে মেঘনাদের মতো রয়েছেন কুণাল ঘোষও। ফলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না এই মুকুল ঠিক কাকে ভ্যানিশ করতে চান।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

গৃহস্থই সমগ্র সমাজের মূলভিত্তি ও অবলম্বন; তিনি প্রধান ধনোপার্জনকারী। দরিদ্র ও দুর্বল এবং বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক যাহারা (বাহিরের) কোন কার্য করে না –সকলেই গৃহস্থের উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব গৃহস্থকে কতকগুলি কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, এবং সেই কর্তব্যগুলি এমন হওয়া উচিত, যেন সেগুলি সাধন করিতে করিতে তিনি দিন দিন নিজ হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করেন, এবং এরূপ মনে না করেন যে, তিনি নিজ আদর্শ অনুযায়ী কার্য করিতেছেন না। এই কারণে–

জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ।।

যদি গৃহস্থ কোন অন্যায় বা নিন্দিত কার্য করিয়া ফেলে অথবা এমন কোন ব্যাপারে নিযুক্ত হয়, যাহাতে সেজানে নিশ্চয় অকৃতকার্য হইবে, সে বিষয়েও তাহার সাধারণের নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়। এইরূপে আত্মদোষপ্রকাশের কোন প্রয়োজন তো নাই–ই, অধিকন্তু উহাতে

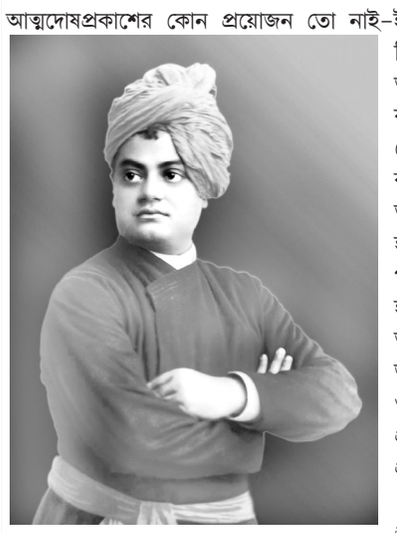

নিরুৎসাহ আসিয়া তাহাকে যথাযথ কর্তব্য করিতে বাধা দেয়। সে যে অন্যায় করিয়াছে, সেজন্য তাহাকে ভুগিতেই হইবে, তাহাকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে সে ভাল করিতে পারে। জগৎ সর্বদা শক্তিমান ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের প্রতিই সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে।

গৃহস্থকে প্রথমতঃ জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ ধন উপার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই তাহার কর্তব্য, আর গৃহস্থ যদি তাহার এই কর্তব্য পালন না করে, তাহাকে তো মানুষ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারে না। যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে, তাহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিতে হইবে। যদি সে অলসভাবে জীবনযাপন করে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহাকে অসৎপ্রকৃতি বলিতে হইবে, কারণ তাহার উপর শত শত ব্যক্তি নির্ভর করিতেছে। যদি সে যথেষ্ট ধন উপার্জন করে, তবে তাহাতে শত শত ব্যক্তির ভরণপোষণ হইবে।

ফেসবুক বার্তা

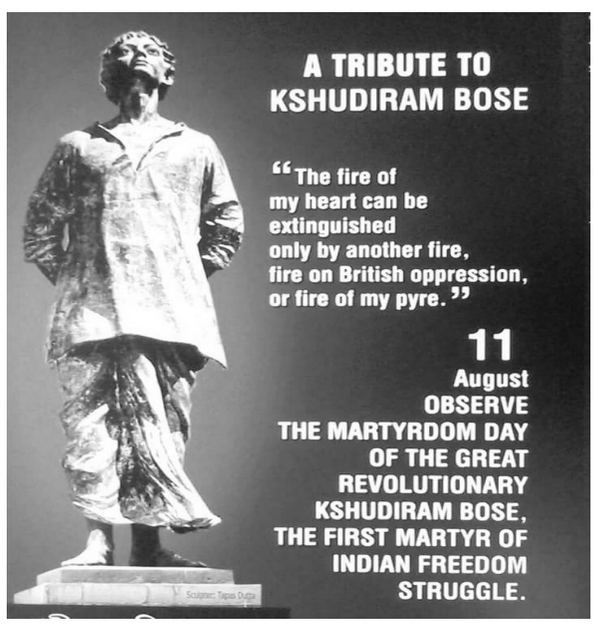

স্বাধীনতার বয়স যত বাড়ে অধীনতা নানারূপে আমাদের অধিকার হরণ করে

নির্মল গোস্বামী

অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, ঘাম, অশ্রু সর্বোপরি অমূল্য জীবনের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতার বয়স হল ৭০ বছর। একজন ভারতীয়ের গড় আয়ু অপেক্ষা বেশি। কবে কেমন করে এত গুলো বছর কেটে গেল তা যেন আমরা বুঝতেই পারলাম না। তার বাইরের রূপ দেখে মনে হয় এখনও বাচ্ছা–হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটে। টাল মাটাল অবস্থা এই পড়ে এই ওঠে।

যে স্বাধীনতা আমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ১০ বছরের মধ্যে নাগরিকদের মৌলিক সমস্যার সমাধান করে দেবে। শিক্ষা স্বাস্থ্য, খাদ্য, রোজগারের সুবন্দোবস্ত করে দেবে। স্বাধীনতা আমাদের জন্য কি কি করবে, আমরা কে কি পাব তার একটা ফর্দ–তালিকা তৈরি করে দিয়েছিল— তার নাম দিয়েছিল সংবিধান। তাতে সকলের জন্য কাজ বা জীবিকার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তা কেমন ভাবে আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তব্য পালন করছে তার একটা নমুনা এখানে তুলে দিই। গত এক মাস আগে আমাদের রাজ্যের মালদহ জেলার হাসপাতালের মর্গে 'ডোম' নেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, সেখানে বিএসসি, এমএসসি পাশ করা প্রার্থীরা দরখাস্ত করেছিল। অবশ্য আমাদেরই রাজ্যে কিছু কাল আগে ৬ হাজার গ্রুপ–ডিপদে লোক নেওয়ার বিজ্ঞাপন দিলে ২৫ লক্ষ আবেদন জমা পড়ে। সেখানে নির্ধারণ মান ছিল অষ্টম শ্রেণী পাশ। কিন্তু দরখাস্ত জমা পড়েছিল এমএ, বিএ, ডক্টরেট, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি করা ছাত্রছাত্রীরা। উত্তর প্রদেশে ৩৬৮টি পিয়নের চাকরির জন্য আবেদন পড়েছিল ২৩ লক্ষ। তাতে ইঞ্জিনিয়ার থেকে মাস্টার ডিগ্রিধারীরাও ছিলেন। এই হল বাস্তবচিত্র স্বাধীন দেশের নাগরিকদের কাজ পাওয়া বা রোজগারের অধিকার কতটুকু রক্ষিত হয়েছে তা নিশ্চয়ই পাঠকগণ বুঝতে পারছেন। এই চিত্র থেকে কি সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আমাদের দেশটা ৭০ বছর আগে স্বাধীনতা পেয়েছে?

আবার আমরা কেমন স্বাধীন সাবালকত্বের চর্চায় দড় হয়েছিল তারও চিত্র ফুটে উঠল ৭০ বছর স্বাধীনতা উদযাপনের প্রাক্কালে। যারা ভারতের স্বাধীনতার মূল স্থাপক বলে নিজেদের মনে করে সেই কংগ্রেসের উত্তরাধিকারীরা তাঁদের গুজরাটের এমএলএদের কর্ণাটকের রিসর্টে বন্দী করে রেখেছেন। অবশ্য শিকল দিয়ে নয়। আমোদ–প্রমোদে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ কি? না তারা যাতে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে না যায়। সামনে রাজ্যসভার ভোট। সেই ভোট কে নিশ্চিত করতে জনপ্রতিনিধিদের ধরে অন্য রাজ্যে নিয়ে রাখা হয়েছে। কোন সময়ে? না সে সময় রাজ্যে শতাব্দীর মধ্যে ভয়ংকরতম বন্যা হয়েছে। সমগ্র রাজ্যটা যখন জলের তলায়। মানুষ যখন ত্রাণের জন্য হা হা করে করছে সেই সময় এমএলএ–দের দলের প্রতি বিশ্বস্ততার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ভিন রাজ্যে গিয়ে বসবাস করতে হচ্ছে। প্রশ্ন হল সাধারণ নাগরিকদের কথা ছেড়ে দিলাম। যারা স্বাধীনতাকে চোখের মণির মতো আগলে রেখেছেন সেই রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত এমএলএদের স্বাধীনতা কতটুকু? যাদের স্বাধীন বিচারের প্রতিদানের আস্থা নেই তারাই আবার আইনসভা নির্বাচনের সদস্য। তারা কেমন করে আইন প্রনয়ণে সহায়তা করবে? যারা নিজেরা স্বাধীন নয়, তারা আইন সভায় দেশের স্বাধীনতার পবিত্রতা রক্ষার দায়ভার বহন করতে সক্ষম কি?

৭০ বছরের স্বাধীন দেশ। স্বাধীন সরকার। তবু দেশের প্রধান বিচারপতি সভায় দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলেন। কারণ অবর্ণনীয় বিচার অব্যবস্থা। দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টে লক্ষ লক্ষ মামলার পাহাড় জমে আছে। সারা দেশের হাইকোর্টগুলিতে কয়েক হাজার বিচারপতির শূন্যপদ পড়ে রয়েছে– তা পূরণ করার কোনও প্রচেষ্টাই নেই সরকারে। শুধু কলকাতা হাইকোর্টে ১৮ জন বিচারপতির শূন্য চেয়ার। তাহলে কারা বিচার করবে? কারা ন্যায় বিচারের

রায় দেবে মামলাকারীদের? আমাদের দেশে বিচার বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না, হাজার–লক্ষ টাকায় তা কিনতে হয় সরকারের কাছ থেকে। মানুষ বিচার চেয়ে ২০–৩০ বছর অপেক্ষা করে মারা যাচ্ছে– তবুও মামলার রায় বের হচ্ছে না। সময়ে বিচার না পাওয়াটাই এক ধরনের অবিচার। সেই অবিচারের বলি হচ্ছি আমরা ৭০ বছরের স্বাধীন রাষ্ট্র।

জরাগ্রস্ত স্বাধীনতা, তবুও পক্ষপাত মূলক আচরণের সমাপ্তি ঘটল না। দশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে ৩.৫০% সুদ পাবে জনগণ আর এক কোটি টাকা রাখলে ৪% সুদ পাবে। আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিকতার তত্ত্বকে বাদ দিয়ে মোটা কথায় বুঝতে হলে, বলা যেতে পারে সে সর্ব্বোচ্চ আয় আর সর্ব্বনিম্ন আয়ের মধ্যে ফারাক কমানো। রাষ্ট্র পরিচালিত ব্যাঙ্কের এই নীতিতে কি বড়লোক আর গরিব লোকের আয়ের পার্থক্য কমবে না বাড়বে?

আমাদের দেশের জনগণ যারা ১ লাখ ২ লাখ লোন নেয় ব্যাঙ্ক থেকে তাদের টাকা সুদ সমেত আদায় করে ব্যাঙ্ক। দিতে না পারলে বাড়ি জমি নিলাম করে টাকা আদায় করে। নাগরিকও স্বাধীন, ব্যাঙ্কও স্বাধীন। ঋণ নিয়েছ শোধ করতেই হবে। কিন্তু যারা ৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ নেয় তাদের বেলায় ব্যাঙ্কের হাত পা সব বাঁধা। তারা লন্ডনে গিয়ে ভারতের টাকায় যা আমাদের ট্যাক্স থেকে আদায়কৃত বসে বসে আমিরি করে– ক্রিকেট খেলা উপভোগ করে। আবার আমাদের দেশের ক্রিকেটের ভগবান বলে খ্যাত ব্যক্তি সেই ঋণ খেলাপী চিটিংবাজের সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। একবার ধিক্কার জানাবার কথা মনে হয় না। তবে কী করে এরা স্টার– সেলিব্রেটি সব। এরা দেশকে দেয় না দেশের থেকে শুধুই নেয়। আর এক সেলিব্রেটি ললিত মোদি আইপিএল'র ম্যাচ গড়া পেটা করে হাজার হাজার কোটি টাকা কামিয়ে ভারত থেকে পালাল। কী চমৎকার ক্ষুরধার বুদ্ধি, তার তারিফ না করে কি পারা যায়। আমাদের দেশের বিদেশমন্ত্রী তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার সব বন্দোবস্ত করে দেয়। এই যে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সরকার। চিটিংবাজি করো আর ভারত ছেড়ে পালাও। অন্য কোনও দেশ হলে ঘাড় ধরে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে এনে শাস্তি দিত। কিন্তু এযে স্বাধীন ভারতবর্ষ ''এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি''... কবির কথা কী মিথ্যা প্রমাণিত হবে?

এখানে প্রধানমন্ত্রী তিন বছরে ৪১টা দেশ ঘুরে হাজার কোটি টাকা খরচ করে আর দেশের বিজ্ঞান গবেষকদের ভাতা বন্ধ করে দেয় সরকার। এই দেশকে এককালে বিদেশিরা ভোজবাজির দেশ বলত। আধুনিক ভারতেও ভোজবাজী হয়। আচ্ছে দিন আনেবালা সরকার আছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড–অয়েলের দাম তিনগুণ কমে গেল অথচ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত বাজার অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল। বাজারে দাম কমছে এখানে কমে না। এর থেকে বড় ভোজবাজী আর কি আছে?

হায় স্বাধীনতা! দেশের সরকার বলছে বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও। আনুপাতিক হারে নারীর সংখ্যা কমছে। কন্যাভ্রূণ হত্যা আইনত দণ্ডনীয়। নারীর স্বাস্থ্য অটুট থাকলে তবে সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারবে। সেই কিশোরী কন্যাদের স্বাস্থ্য বিধির অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হল স্যানিটরি ন্যাপকিন ব্যবহার করা। সেই ন্যাপকিন বিনা মূল্যে বা অল্প মূল্যে সরকারের বিতরণ করা উচিত। অথচ সেই স্যানিটরি ন্যাপকিনের উপর নির্লজ্জ সরকার ১২% জিএসটি চাপায়। এই দ্বিচারিতা এই দেশেই সম্ভব। এই তো সেদিন অনুব্রত মন্ডল বলে দিলেন যে যারা নির্দলপ্রার্থীকে সমর্থন করবে তাদের পুরসভা থেকে ঘর দেওয়া হবে না।

ঔরঙ্গজেবকে এককালে জিজিয়া কর দিয়ে এসেছি আমরা। বর্তমানে তোলা বা রংদারি দিতে হয়। রাষ্ট্র নীরব, মূক। আইন পঙ্গু তাই স্বাধীনতার যত জৌলস লালকেল্লায় সুউচ্চ প্রাচীরের অভ্যন্তরেই বদ্ধ হয়ে থাকে। প্রাচীর টপকে ৭০ বছরে যখন আসেনি তখন ১০০ বছরেও আশা রাখা যায় না— কী বল সেলুকাস?

আধারে আলো, আধারে আঁধার

অনিকেত গুপ্ত

কয়েকদিন আগের ঘটনা। একটি ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তার বাড়ি–ঘরের হদিশ। কারও মাথা থেকেই এসেছিল ব্যাপারটা। তথ্যমিত্র কেন্দ্রে গিয়ে আঙুলের ছাপ আর চোখের মণির প্রতিবিম্ব নিতেই আধার ডেটা বেস জানিয়ে দিল তার সাকিন। আধার নম্বর, নাম, বাবার নাম, ঠিকানা ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য পর্দায় ভেসে উঠল। এবং বলাই বাহুল্য তাকে পৌঁছে দেওয়া গেল তার ঠিকানায়।

বিতর্ক অনেক, তবু আধারে যতই আঁধার দেখি এই ঠিকানার খোঁজ তাই আলোর ঠিকানাই।

আধার সংখ্যার সাথে আয়কর, প্যান বা রেশন কার্ডের নম্বর যোগ করলে ভুয়ো প্যান বা ভুয়ো রেশন কার্ড চিনিয়ে দেবে। ফলে আমাদের সিস্টেমে অনেক বেনোজল বা ভূতুড়ে উপদ্রব কমবে। সন্দেহ নেই প্রধানমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত এই ব্যবস্থা যুগান্তকারী। এবং সংযোজন, বহু সরকারি কার্যালয়ে ইতিমধ্যেই বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স ও আধার সংযোগ কার্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতা এনেছে। তথাপি আধারে বেশ কিছু বিতর্কে আঁধার আছে। এবার সেসবে আলোকপাত করা যাক।

বর্তমানে উন্নয়ন বা সংস্কারের নাম নিয়ে প্রচার প্রচার আর প্রচারকে হাতিয়ার করে একের পর এক নতুন ব্যবস্থার প্রচলন তা সে যত বিতর্কিতই হোক চাপিয়ে দেওয়ার জন্য মরিয়া প্রয়াস থাকেই–এটাই সাধারণের অভিজ্ঞতা। সাতে পাঁচে না থাকা সাধারণ মানুষ। হয়রান তাঁদেরকেই হতে হয় আগে। মিড ডে মিলে আধারের ঘোষণায় তা দেখা গিয়েছিল, যদিও পরে সেই সিদ্ধান্ত আর দাঁড়ায়নি।

আধারের সাথে সব কিছু পরিষেবার যোগসূত্র বৈজ্ঞানিক সন্দেহ নেই। কিন্তু যোগসূত্র স্থাপনে নীতি প্রণয়ন যাঁরা করবেন তাঁদেরই তো দায়িত্ব সবার জন্য আধার কার্ড নির্মান। সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে ১ অক্টোবর ২০১৭ থেকে মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোকজন ডেথ সার্টিফিকেট পাবেন না আধার নম্বর ছাড়া। আর পেলেও কাঠখড় অনেক পুড়বে। অথচ এই ঘোষণা দেশবাসী এখনও শোনেনি যে আধারবিহীন ভারতবাসীর সংখ্যা শূন্যতে পৌঁছানোর জন্য কোন তারিখ ঘোষিত হয়েছে।

আধারের আলোর নিচে আঁধার আরও আছে। সরকারি কর্মীর উপস্থিতিতে আধার যোগ শুরু হলেও সংসদ, বিধানসভা, পুরসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি বা গ্রাম পঞ্চায়েত যেখানে আমরা ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি পাঠাই সেখানে তাঁদের উপস্থিতির জন্য কেন আধারযুক্ত বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি চালু হল না। ভোট দিয়ে পাঠানো মানুষজন, যাঁরা প্রতিপদে আধার না থাকলে আঁধার দেখেন তাঁদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কবে আইনসভা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতে উপস্থিত থাকছেন তা তাঁদের জানার উপায় নেই।

নির্বাচন পদ্ধতির কথাই ধরা যাক। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম–এ বাস্তবে ছাপ্পা ভোট দেওয়া অনেক সহজ। কন্ট্রোল ইউনিট থেকে বোতাম টিপলেই ব্যালট ইউনিট অন হয়ে যাবে এবং কয়েক সেকেন্ড অন্তরেই একটা করে ভোট পড়বে। রাবন একাই রঘুবংশের হয়ে সব ভোট দিতে পারবে। অথচ বায়োমেট্রিক প্রযুক্তি ও আধার যোগে প্রত্যেক ভোটার তাঁর আঙুলের ছাপ দিলেই যদি ব্যালট ইউনিট অন করার ব্যবস্থা থাকত তবে শকুনির ভোট শকুনি বা ভীমের ভোট ভীমই দিত। ব্যাঙ্কে আধার, প্যানে আধার। অথচ ভোটে কেউ রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দিলে আধার লাগে না। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এখানে আধার ও তথ্য জানার অধিকার বা আরটিআই বিধি চালু করলে কালো টাকার দাপাদাপি অনেক কমবে।

আগেই আলোচিত এবং সাধারণের অভিজ্ঞতা এই যে, যে কোনও ব্যবস্থায় সাধারণকেই ভুগতে হয়। যার স্তর যত উঁচু তাঁর ভোগান্তিও তত কম। এখনও বিমানযাত্রায় আধার আবশ্যিক নয়। আবশ্যিক নয় ট্রেনে ভ্রমণের ক্ষেত্রেও। যদি হয় তাহলে দেশের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক কতবার কীসে ভ্রমণ করছেন বা ট্রেনে সর্বোচ্চ শ্রেণি এসি ফার্স্ট ক্লাসে কোন সঙ্গীকে নিয়ে বিনা পয়সায় সফর করছেন তা ডেটা বেসে চলে আসবে। শুধু তাই নয়, দেশের কোন অপরাধীও বিমানে ট্রেনে চেপে উধা হতে গেলেও তার নাগাল পাওয়া অনেক সহজ হবে।

সাধারণ মানুষের আক্ষেপের জায়গা আছে কিন্তু প্রতিকার বা অন্তত বলার জায়গাটুকু নেই। তাই আধারে যতই আলো থাক আধারের আঁধার তাঁদের নিয়তি, আকাশের যাত্রীরা আধারের অনেক ওপরে।

পাঠকের কলমে

মিছিল চলছে, চলবে

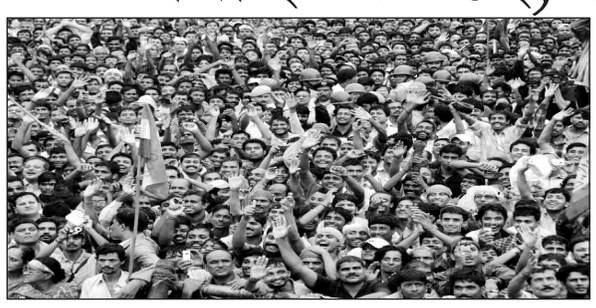

কলেজ স্কোয়ারে মিছিল হবে না, এমনটাই মুখ্যমন্ত্রীর ফরমান। সে আবার হয় নাকি, মিছিল তো প্রতিবাদের মাধ্যম। মিছিল সমবেত কণ্ঠস্বর। মিছিল আম–জনতার আওয়াজ। কলেজ স্কোয়ার তো কলকাতার ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু। পাশেই কলেজ স্ট্রিট। তার মানেই কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল আর মেডিকেল কলেজ। মানেই শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। বইপাড়া তো বাঙালির গর্ব, এখানে মিছিল আজ থেকে হচ্ছে না। ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের মিছিল এখানে হয়েছিল। লর্ড কার্জনের কলেজ বন্ধ করার মিছিল এখানেই হয়েছিল। বামপন্থী আন্দোলনের মিছিলও এখানেই হয়েছে। তবে আপত্তি কোথায়? ছাত্রদের পড়াশুনার সমস্যা তো আগে ছিল না। হঠাৎ আজ কেন? ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার্থী। শিক্ষা আনে প্রতিবাদ। প্রতিবাদ আনে পরিবর্তন। এটাই তো ইতিহাস। ছাত্ররা প্রতিবাদে অংশ নেবে। এটাই উচিত, এটাই কাম্য। তারা ভবিষ্যতের নায়ক। অর্থাৎ কলেজ স্কোয়ারে মিছিল 'চলছে চলবে, চলছে চলবে।'

এটা কি?

কিছুদিন আগের কথা। খুব চাঞ্চল্যকর একটা ছবি দেখলাম বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রের পাতায়, এটা কি? এটা সভ্যতা না অসভ্যতা? এটা সংস্কৃতি না অপসংস্কৃতি? এটা শিক্ষা না অশিক্ষা? একজন নারীর সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছবি। তিনি যে কোনও সাধারণ নারী নন। তিনি টেনিস কুইন সেরিনা উইলিয়মস। বিশ্ব বিখ্যাত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। আমরা তার ফ্যান। অনেক নতুন খেলোয়াড় তার খেলার কৌশলকে নকল করেন। কালো মানুষদের কাছে তো বটেই। তিনি মানবজাতির কাছে একটা প্রেরণা। তিনি বিশ্বের নারী সমাজের সম্পদ। তাকে আমরা সম্মান করি। তাহলে তার ফ্যানরা কি তার জীবনযাত্রাকে নকল করবে। তাহলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যাবে। সেজন্য বিখ্যাত মানুষদের নিজেদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। ভাবা উচিত জনচিত্তে তাদের প্রভাব কতখানি। সমাজ যাতে সুস্থ হয় বা থাকে, সেজন্য তাদের দায়িত্ব নিতে হবে।

অজিত পাঁজা , কলকাতা

আইন না মানা বিচার পরিষেবা

১। ১৯/৪/১৯৬৮ সালে ১০ শতক জমির মালিক হারানন্দ বিশ্বাস দ্বিপাক্ষিক চুক্তি মূল্যে ১১/২ শতক ভূমি শচীন্দ্রনাথ হালদারকে জীবিত কাল পর্যন্ত ভাড়াটিয়া হিসাবে নিবন্ধীকরণ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন।

২। ৬/৬/১৯৭৫ সালে ২ শতক ভূমি (ভাড়াটিয়া ভূমি সমেত) বাদ রাখিয়া ১০ ভূমির মধ্যে ৮ শতক ভূমি হারানন্দ বিশ্বাস তাহার পুত্র রচন বিশ্বাসের পুত্রদ্বয়কে (নাতি দ্বয়) নিরুপম (দান) দলিল সম্পাদন করিয়া ছিলেন।

৩। উক্ত হারানন্দ বিশ্বাস দান পত্র রদের মামলা করেন।

৪। উক্ত নাতিদ্বয় ডায়মন্ড হারবার তৃতীয় জজে (জুনিয়র ডিভিশন ১৯৯৪ সালে শচীন্দ্রনাথ হালদার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা করেন কেস নং–T.S. 22307 1994 এবং সেই মামলা বাতিল হইয়া যায়।

৫। নাতিদ্বয় অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস বাতিলের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবারে জজ কোর্টে আপিল করেন। যাহার কেস নং T.A. 93 07 2005। বিচারক H Singh অতিরিক্ত জেলা ও ঠাকুরদার ২ লক্ষ ভূমি উত্তরাধিকারী সূত্রে আদেশ দিয়া নাতিদ্বয়কে ২ শতক ভূমি মালিক হওয়া আদেশ দিয়া যান। বিচারক হিন্দু সাকশেসন আইন জানে না অথবা কোরাপশনে জড়িত হইয়া এইরূপ আইন বিরূপ আদেশ দিয়াছেন। তাহা সিবিআই দ্বারা তদন্ত করিলে বাহির হইয়া যাবে।

৬। T 2d 1 of 2007 জারি কেসে বর্তমানে তৃতীয় জজ (জুনিয়র বিভাগ), ডায়মন্ড হারবারে আদালতের বিচারক 'চরম জুডিকেটা' জানে না এবং জারি কেসের প্রসিডিওর জানা নেই।

৭। মহামান্য কলিকাতা উচ্চ আদালতের বিচারক হরিশ টেন্ডন সি, ও ৩৩৭৪ of 2016 নং কেস ভুল বিচার করিয়াছেন অথবা 'হিন্দু সাকশেসন' ও 'কেস জুডিকেটা'' মহামান্য বিচারপতি জানেন না।

৮। কলিকাতা উচ্চ আদালতে মাননীয়া কার্য্যকরী প্রধান বিচারপতিকে ১৮.০৪.২০১৭ পত্র মূলে জানাইয়াও কোন সুবিচার পাইলাম না।

অমরেন্দ্রনাথ হালদার
অ্যাডভোকেট
কলিকাতা উচ্চ আদালত।

সমস্ত বক্তব্য লেখকের নিজের, এতে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ঘটনা দুর্ঘটনা

পথ দুর্ঘটনা, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকাল ৯টার সময় অফিসের ব্যস্ত সময়ে দুটি মিনিবাসের রেষারেষির জেরে জখম হলেন ওই বাসের তিনজন যাত্রী। দুটি মিনিবাস রেষারেষি করে আসছিল কলকাতা থেকে হাওড়ার দিকে। হাওড়া ব্রিজের ওপরে টাল সামলাতে না পেরে একটি মিনিবাস জোরে ধাক্কা মারে একটি সরকারি বাসের পিছনে। ফলে বাসের তিনজন যাত্রী গুরুতর অবস্থায় ভর্তি হন এসএসকেএম হাসপাতালে। বাসের চালক এবং খালাসি পলাতক। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন হাওড়া গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় দায়ী করে চালক সহ খালাসিকে খুঁজছে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। সকালের ব্যস্ত সময়ে এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সামান্য সময়ের জন্য ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় বলে খবর।

বজ্রাঘাতে মৃত তিন, আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি: বীরভূম জেলার পাড়ুই থানা এলাকার বিভিন্নপ্রান্তে ২ আগস্ট ধান পোঁতার সময়ে বাজ পড়ে মারা গেল তিনজন। জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাতজন। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ক্ষেতমজুররা ধান রোপন করতে এসেছিল বীরভূমের বিভিন্নপ্রান্তে। মাখড়া গ্রামে বাজ পড়ে মারা যান মুর্শিদাবাদের নাকডালা গ্রামের হাবিবুর শেখ। আমলাডিহি গ্রামে বাজ পড়ে মারা যায় হায়দার আলি। মাখড়া গ্রামের কাজল বারুই মারা যান বজ্রাঘাতে। জখম হয়ে সাতজন বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি – নগ্ন করে এক গৃহবধূর গায়ে আগুন দিয়ে তিন কিমি হাঁটানোর অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। সিউড়ি সদর হাসপাতালে মৃত্যু হয় গৃহবধূর। তালিবানীয় অত্যাচারের এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলার মল্লারপুরের পচনন্দপুর গ্রামে। দীঘলগ্রামের সেরিনা বিবির সাথে বিয়ে হয়েছিল পচনন্দপুর গ্রামের ফজল শেখের। প্রতিবেশিদের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে টাকার জন্য সেরিনাকে মারধর করতো ফজল। তা চরম পর্যায়ে পৌছায় ৩ আগস্ট বিকালে। সেরিনাকে নগ্ন করে গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তিন কিমি হাটানোর পর মল্লারপুর রেলগেটের রেললাইনে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠে ফজল সহ সেরিনার শ্বশড়বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে সেরিনার বাপের বাড়ির লোকজন সেরিনাকে উদ্ধার করে প্রথমে মল্লারপুর, ও পরে সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। পরেরদিন ৪ আগস্ট সিউড়ি সদর হাসপাতালে মারা যায় সেরিনা। মহম্মদবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

মৃত্যু ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যালয়ের শৌচাগার ব্যবহার করতে দেন না বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তাই রাস্তা পেরিয়ে শৌচকর্ম করে যাওয়ার পথে সিউড়িগামী ডাম্পারের ধাক্কায় মারা গেল বাঁশরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ছাত্র শেখ রেওয়াজউদ্দিন (৫)। ঘটনাস্থল বীরভূম জেলার সিউড়ি থানার দমদমা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁশরা গ্রাম। এরপর অভিভাকরা এসে বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। পরে সিউড়ি থানার বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

জীবন যন্ত্রণা

প্রহৃত সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ আগস্ট সিউড়ি এসপি মোড়ের কাছে এক বাস খালাসির হাতে প্রহৃত হল এক সিভিক ভলান্টিয়ার। সকাল এগারোটা নাগাদ বক্রেশ্বর থেকে তারাপীঠগামী একটি বেসরকারি বাস সিগন্যাল থাকা সত্বেও এগিয়ে গেলে কতর্ব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার বুবাই দলুই–এর সঙ্গে বচসা শুরু হয় বাসের খালাসি আব্দুল লতিফের। অভিযোগ সেইসময় লতিফ বুবাইয়ের মুখে ঘুষি মারে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বাড়ির সামনে থেকে বাস সহ খালাসি আব্দুল লতিফকে আটক করে সিউড়ি থানার পুলিশ।

ছাত্রীর যৌন হেনস্থা, গ্রেপ্তার প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে। বীরভূম জেলার কৃষ্ণপুর ভোলানাথ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। গ্রামবাসীরা আটকে রেখে প্রধান শিক্ষককে গণপিটুনিদেয়। খয়রাশোল থানার পুলিশ গিয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক শান্তিরাম মন্ডলকে গ্রেফতার করে। শান্তিরামের বাড়ি পান্ডবেশ্বরে। ছাত্রীটির শারীরিক পরীক্ষা হাসপাতালে করা হয়েছে।

দিশা দেখাবে জেলা পুলিশ

প্রথম পাতার পর

ছমাস ব্যাপী এই শিবিরে শিক্ষক হিসাবে পুলিশ আধিকারিকরা ছাড়াও স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের দেখতে পাওয়া যাবে। যারা চাকরিমুখী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে এই সকল স্নাতকদের পথ প্রদর্শকের কাজ করবেন। পুলিশ সুপার সি সুধাকর জানান 'দেগঙ্গা থানার অভ্যন্তরে এই প্রশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষে সাধারণ শিক্ষক শিক্ষণ উপকরণ ছাড়াও কম্পিউটার ও বর্তমান বাজার চলতি চাকরিমুখী বইপত্রের ব্যবস্থা থাকবে।' পুলিশের এই নবতম উদ্যোগে স্বভাবতই খুশি কার্তিকবাবু, দেগঙ্গা, বেঁড়াচাপা বা সোহাই অঞ্চলের মানুষজন। যুবক যুবতীরাও নতুন উদ্যমে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন, পুলিশের এই স্বদিচ্ছাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক মহল সকলে। কিছুদিন আগে বাদুড়িয়া, বসিরহাট–এ চলেছিল এক অনাকাঙ্খিত অস্থিরতা, বর্তমানে ওই সকল এলাকায় বিরাজ করছে স্বাভাবিক ছন্দ। নতুন করে আর কোনও অশান্তি যাতে না তৈরি হয় প্রশাসনের তরফে সেদিকেও জনসংযোগ বাড়িয়ে পুলিশ তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে নিতে পারবে। শুরুতে এই প্রশিক্ষণ দেগঙ্গাতে হলেও আগামী দিনে বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমায় শিবির করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি।

জনতা দল ইউনাইটেডের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনতা দল (ইউনাইটেড) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে ৯ আগস্ট বুধবার ২০১৭ দুপুর ২ টোয় ৪২–এর আগস্ট বিপ্লব সম্মরণে এক সংকল্প সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থান– শিবপুর কাজিপাড়া মোড় , হাওড়া, এই সংকল্প সভায় আগস্ট বিপ্লবের শহিদদের স্মরণ এবং ''সম্পূর্ণ মদমুক্ত বাংলা গড়ার'' সংকল্প গ্রহণ করা হয়। এই সংকল্প সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনতা দল (ইউ) এর সর্বভারতীয় সাদারণ সম্পাদক গুলাম রসুল বালিয়ারি (Ex–M.P) মহাশয়। তিনি বিহারের নিতীশ কুমারের সরকার কিভাবে ''মদমুক্ত বিহার করেছেন তার ফলে বিহারের সাধারণ মানুষের বিশেষ করে মহিলারদের উপর তার যে সুফল দেখা যাচ্ছে তার বিষদে ব্যাখ্যা করেন।' জেডি(ইউ) রাজ্য কনভেনর অশোক দাস ''মদমুক্ত বাংলা গড়ার'' জন্য দলের সকল নেতা এবং সক্রিয় কর্মীগণকে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেন। তার সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যুনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির (MSP) দাবি করেন।

গাছে বেঁধে বধূ ও যুবককে মার, অভিযুক্তদের সহজে জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা: মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানাল পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুরের বুড়াবুড়িরতটের ঘটনা। অবৈধ সম্পর্কের দোহাই দিয়ে এক যুবক ও প্রতিবেশী বধূকে তুলে নিয়ে গিয়ে গাছে বেঁধে মারধর ও মাথা কামিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল।

পাওনা টাকা চাইতে প্রতিবেশী এক বধূর বাড়িতে গিয়েছিলেন গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার বুড়াবুড়িরতটের প্রদীপ গায়েন। কিন্তু গ্রামবাসীদের একাংশ অবৈধ সম্পর্কের দোহাই দিয়ে প্রদীপ ও ওই বধূকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর প্রদীপের মাথার চুল কামিয়ে একটি গাছে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়। বধূরও হাত, পা দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা মিলে প্রকাশ্যে কয়েক ঘন্টা ধরে বেধড়ক মারধর করে তাদের। মারের চোটে একসময় বধূ বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। ঘটনার সময় এক গ্রামবাসী মোবাইলে ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে। ভাইরাল হিসেবে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরে ওই বধূ গোবর্ধনপুর থানায় ৫ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে বিবস্ত্র করে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু সকলেই জামিন পেয়ে যায়। জামিন পাওয়ার পর

হাত পা বেঁধে চলল নির্মম অত্যাচার

আবার অভিযুক্তরা রাতের অন্ধকারে মহিলার বাড়িতে চড়াও হয়ে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেয়। পাশাপাশি বধূকে একলা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর থেকে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন নির্যাতিতা। শুক্রবার পুরো ঘটনার বিচার চেয়ে নির্যাতিতা বধূ সুন্দরবনের পুলিশ সুপার তথাগত বসু ও কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে দারস্থ হয়েছেন। তথাগত বসু বলেন, ওই মহিলার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা করে পুলিশ আবার আদালতের দারস্থ হবে।'

বুড়াবুড়িরতটের অভাবী দিনমজুর পরিবারের মধ্য তিরিশের বধূ ২ মেয়ের মা। স্বামী কেরলে শ্রমিকের কাজ করেন। বছরে একবার বা দু'বার তিনি বাড়ি ফেরেন। বধূ দুই মেয়েকে নিয়েই থাকেন। মাসখানেক আগে প্রতিবেশী প্রদীপ গায়েনের থেকে ওই বধূ কিছু টাকা ধার নেন। গত ২৮ জুলাই প্রদীপ ওই বধূর বাড়িতে ধারের টাকা চাইতে আসেন। ধারের টাকা নিয়ে প্রদীপ ও বধূ যখন কথা বলছিলেন তখন কয়েকজন প্রতিবেশী এসে হাজির হয়। অবৈধ সম্পর্কের দোহাই দিয়ে প্রদীপ ও বধূকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। তারপর প্রদীপকে একটি গাছে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়। প্রদীপের চুল কামিয়ে দেয় কয়েকজন মিলে। বধূরও হাত, পা বেঁধে দেওয়া হয়। ততক্ষণে প্রচুর গ্রামবাসী হাজির হয়েছে। এরপর কয়েকজন মহিলা ও যুবক মিলে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে প্রদীপ ও বধূকে। মারের চোটে বধূ ও প্রদীপ কাঁদতে থাকে। বধূ প্রায় বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। দু'জনেই ছেড়ে দেওয়ার জন্য কাতর আবেদন করলেও আক্রমণকারীরা ছাড়তে রাজি নয়। কয়েক ঘন্টা ধরে চলে এই নির্যাতন। এইসময় এক গ্রামবাসী নির্যাতনের ছবি মোবাইলে তুলে রাখে। সেই ছবি ভাইরাল করে দেওয়া হয়। এরপর হাসপাতালেও যেতে পারেননি আক্রান্ত যুবক ও নির্যাতিতা। গোবর্ধনপুর থানায় নির্যাতিতা বধূ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৫ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। পুলিশ ৫ জনের বিরুদ্ধে মারধর ও শ্লীলতাহানির মামলা রুজু করে। কিন্তু প্রত্যেকেই সহজে জামিন পেয়ে যায়। জামিন পাওয়ার পর রাতের অন্ধকারে আবার বধূর বাড়িতে চড়াও হয় অভিযুক্তরা। অভিযোগ, বধূকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। গ্রামছাড়া করার হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। ভয়ে, অপমানে কার্যত একঘরে হয়ে পড়েন বধূ।

নির্যাতিতা বধূ এদিন বলেন, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাদের বিবস্ত্র করে মারধর করল। তেঁতুল গাছের ডাল দিয়ে আমাকে নির্মমভাবে মারল। আমি পায়ে ধরে কাঁদলাম। কিন্তু কেউ শুনলনা। থানায় অভিযোগ করার পর ছাড়া পেয়ে এসে আবার হুমকি দিতে থাকে। আমি আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি। প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।'

আমতলায় তৃণমূল কৃষাণ ও ক্ষেত মজুর কংগ্রেসের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ কৃষাণ ও ক্ষেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে কলকাতার নজরুল মঞ্চে। সেই সভাকে সফল করতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলার সূর্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন হয় গত ১০ আগস্ট। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কৃষাণ ও ক্ষেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের আহুত সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধায়ক বেচারাম মান্না, বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল প্রমুখ। জেলার প্রতিটি ব্লক থেকে প্রতিনিধি হিসাবে ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন। জেলা কৃষাণ ও ক্ষেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ তরুণ রায় সভাটি সঞ্চালনা করেন। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সারা বাংলা জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। কৃষি ও কৃষকদের বিকাশের স্বার্থে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর নজরুল মঞ্চে রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ

প্রথম পাতার পর

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাম্প্রতিক কালে বাগুইআটি ও নিউটাউন থানা এলাকা থেকে কয়েকজন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে জাল পাসপোর্ট ও ভোটার কার্ডও উদ্ধার হয়েছিল। বসিরহাট কাণ্ডে কয়েকজন বাংলাদেশি সীমান্ত পেরিয়ে এপারে এসে গোলমাল পাকিয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসা এমন আশঙ্কার কথা পুলিশ আগেই জানিয়েছিল। গত জানুয়ারি মাসে কেষ্টপুর ও চিনার পার্ক থেকে জাল পাসপোর্ট তৈরি চক্রের ছ'জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাদের মধ্যে একজন বাংলাদেশের বাসিন্দা ছিল।

এদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলারই গাইঘাটা থানার ঠাকুরনগর এলাকায় জালিয়াতি চক্রের তদন্তে নেমে পুলিশের হাতে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। শুধুমাত্র জাল ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন কার্ড, আধার কার্ড নয় ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ করতে এবার মোটা টাকার বিনিময়ে খোদ তৃণমূল বিধায়কের নকল লেটারহেড পৌঁছে যাচ্ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাতে। ধৃতদের কাছ থেকে বনগাঁ উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক বিশ্বজিত দাসের একটি নকল লেটার প্যাড উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, নকল লেটার প্যাড ছাপিয়ে জালিয়াতি চক্রের পাণ্ডারাই বিধায়কের স্বাক্ষর করেন। বিষয়টা সামনে আসতেই শাসক শিবিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পুলিশ–প্রশাসনের কাছে পাণ্ডাদের গ্রেফতার করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধায়ক আবেদন জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর ঠাকুরনগরের শিমূলপুর এলাকায় তপন রায়ের বাড়িতে বেশ কয়েকমাস ধরেই চলছিল এই জাল চক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার ওসি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় একটি পুলিশ বাহিনী নিয়ে সেখানে হানা দিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করেন। পরে বারাসত থেকে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরাই এই চক্রের প্রধান খদ্দের। পুলিশ আরও জানায়, ধৃত সিন্ডিকেটের সহযোগিতায় প্রচুর বাংলাদেশি এদেশে এসে প্রথমে সীমান্তবর্তী গ্রামে আশ্রয় নেয়। পরে এই জাল চক্রের মাধ্যমে এদেশের নাগরিকত্বের জাল প্রমাণপত্র সংগ্রহ করে এখানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পাসপোর্টের আবেদন করে। যা বাস্তবিক উদ্বেগের বিষয়। শুধু বিধায়কের নকল প্যাড নয়, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদেরও নকল প্যাড ছাপানো হতো শিমূলপুরের ওই কারখানায়। বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'আমার লেটার প্যাড নকল করা হচ্ছে, এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি অবিলম্বে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যে।' উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা বিভিন্ন ধরনের জাল নথিপত্র উদ্ধার করেছি। গুরুত্ব সহকারেই বিষয়টির তদন্ত করা হচ্ছে।'

সপ্তমুখী নদী থেকে যুবতীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: শুক্রবার সকালে কাকদ্বীপের সপ্তমুখী নদী থেকে এক যুবতীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিন সকালে কাঁকড়া ধরতে বেরিয়ে কয়েকজন মস্যজীবী গঙ্গাধরপুর ব্রিজের ঠিক নীচে একটি পুঁটলি দেখতে পান। আরো কাছে গিয়ে দেখা যায় পুঁটলির মধ্যে এক যুবতীর দেহ রয়েছে। দেহ দেখার সঙ্গে সঙ্গে মস্যজীবীরা চিৎকার জুড়ে দেন। জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুঁটলির মধ্যে ছিল এক যুবতীর দেহ। বয়স আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। বিবাবিত যুবতীর পরণে ছিল শাড়ি। তবে দেহে পচন ধরায় মুখ ও শরীরের অন্য অংশ বিকৃতি হয়ে গিয়েছে। তবে যুবতীর গলায় ও হাতে সোনার অলঙ্কার ছিল। কোন সম্পন্ন পরিবারের বধূ বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। তবে এদিন সন্ধে পর্যন্ত বধূর কোন পরিচয় মেলেনি। দেহটি কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বধূর দেহের ছবি চুলে আশেপাশের থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সুন্দরবন জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গঙ্গাধরপুর ব্রিজটি সুন্দরবনের অন্যতম দীর্ঘ। একসময় এই ব্রিজে সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ব্রিজের অধিকাংশ আলো চুরি হয়ে গিয়েছে অথবা অকোজো অবস্থা পড়ে রয়েছে। সন্ধে হলেই ব্রিজে অসামাজিক কার্যকলাপ বা।ে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। যুবতীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় পুলিসের প্রাথমিক অনুমান স্থানীয় এলাকায় খুন করে ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেহটির কাছে ব্রিজের কংক্রিটের মধ্যে রক্তের চিহ্নও মিলেছে। এদিন দেহ উদ্ধারের সময় পুলিশ এলাকা থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছে।

SIGN TO DEMAND THE RESTORATION OF INDIA'S NATIONAL HONOUR

To,
His Excellency,
The President of India,
New Delhi.

1) Deletion from all official records the Aircrash death of Netaji Subhas Chandra Bose, our first and till date the only non imperial HEAD OF STATE,
2) Deletion/clarification of the WAR CRIMINAL TAG on our first Head of State Netaji Subhas Chandra Bose
3) Immediate dissociation from Commonwealth of Nations by the Government of India

NAME.....VOTERID/AADHAR CARD NO/PASSPORT NO..... STATE/NATION ..... OCCUPATION..... SIGNATURE..... DATE.....(Deadline 14th Nov, 2017)

Campaign launched by: Swabhimani Bharat Cell of Rashtriya Swabhiman Andolaan in Association with Alipur Barta Newspaper
Send to : National Co Convenor RSA,P65 LAKE VIEW ROAD, KOLKATA-700029, Telnos-033-2466-1444 cell no- 9903300466

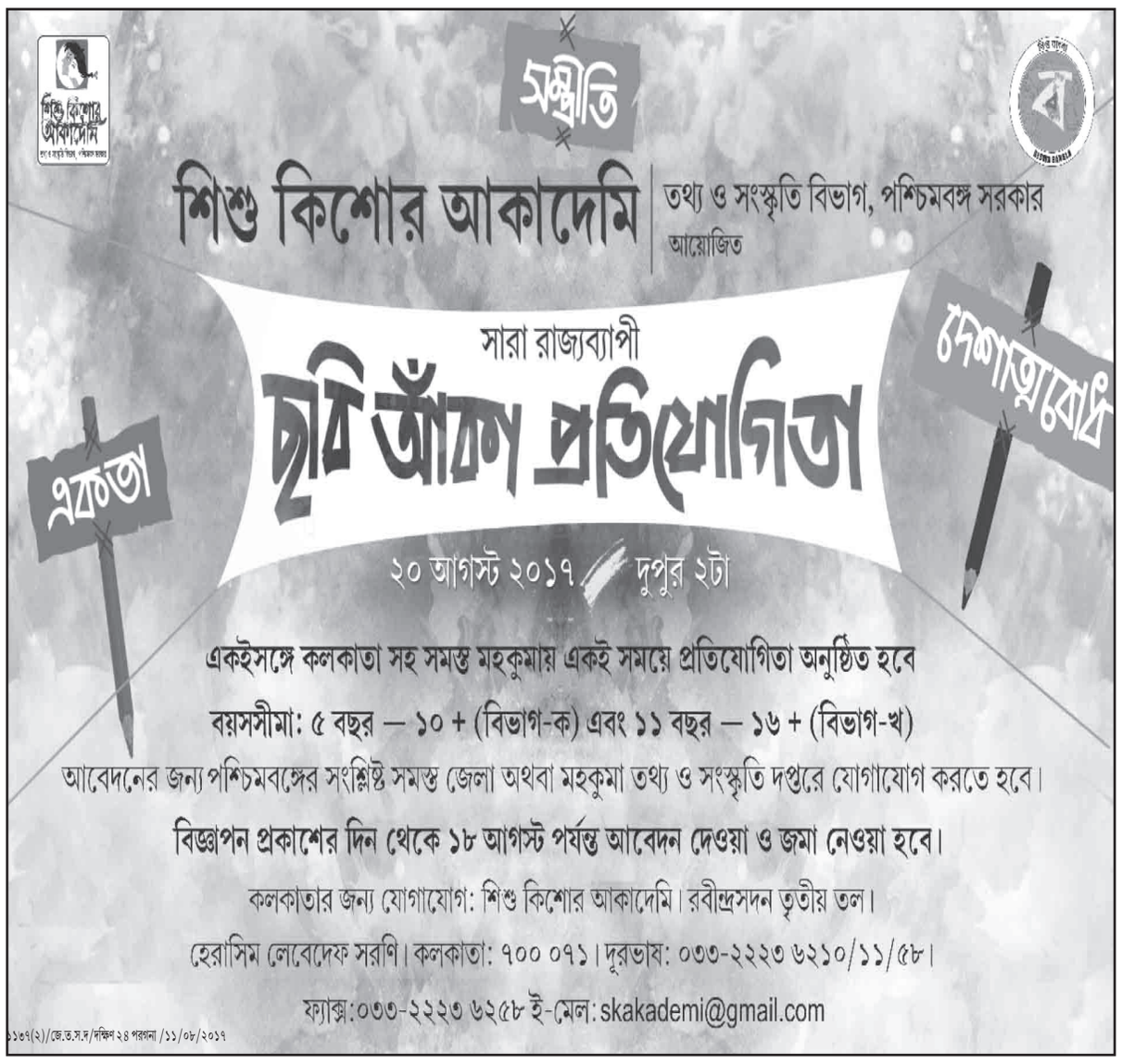

১১৩৭(২)/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা /১১/০৮/২০১৭

GOVERNM ENT OF WEST B ENGAL
Office of the District Magistrate
South 24–Parganas, Nezarath Section
New Administrative Building, 1st Floor,
Alipore, Kolkata– 700027
An ISO 9001:2008 Certified Organisation
EMAIL: – ndcalipore@gmail.com

EOIinvitedvidememono.759/NZdt.11.08.2017 for supply of Stationary, Sanitation, computer accessories & other materials from bonafied agencies for District Magistrate office. Details available in website www.s24pgs.gov.in

SD/ –
District Magistrate
South 24–Parganas

১১৪২(২)/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১১/০৮/২০১৭

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৫ই আগস্ট, ২০১৭ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানাধীন সামালির বিবেক নিকেতনে সকাল ১০টায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সকালে স্বাধীনতা দিবস পালনের পর সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলিপুর
৩০.০৭.২০১৭

প্রণব গুহ
সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। আগামী ৩ বছরের কার্য্যকরী কমিটি গঠন।
৫। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৬। ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৭। বিবিধ।

মহানগরে

২২শে শ্রাবণ হোক বা মহাপুরুষদের জন্মদিন কিংবা মৃত্যুদিন বর্তমান সরকার তা স্বমর্যাদায় পালন করেন। সামনেই স্বাধীনতা দিবস। কুচকাওয়াজের জন্য সেজে উঠছে বিভিন্ন ট্যাবলো। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে বা জনগণমন–য় মুখরিত হবে সারা দেশ। কিন্তু দক্ষিণ শহরতলির হাজরা মোড়ের যতীনদাস পার্কের ঠিক পিছনে এভাবেই অমর্যাদায় আস্তাকুঁড়ের পিছনে পড়ে রয়েছে দেশের কাণ্ডারীদের আঁকা ছবি। শুধু একটু স্বচ্ছ ভারত বা নির্মল বাংলার অপেক্ষায়।

নতুন ভারতের শপথ

পিআইবি : ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৭৫ তম বার্ষিকী'তে পিআইবি কলকাতা আঞ্চলিক দপ্তরে কর্মী–আধিকারিকরা নতুন ভারত গঠনের সংকল্প– সংকল্প থেকে সিদ্ধি'র শপথ গ্রহণ করলেন। ১৯৪২–এর এই দিনে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা পরবর্তীকালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। সেরকমভাবেই নতুন ভারত গঠনের আন্দোলনে জনসাধারণের সক্রিয় অংশীদারিত্বের প্রয়োজন রয়েছে যাতে ২০২২ এর মধ্যে দেশে অপরিচ্ছন্নতা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি–বৈষম্যের ইতি ঘটানো যায়। অন্য বহু কেন্দ্রীয় সরকারী মন্ত্রক ও দপ্তরের মত এই বিশেষ দিনটিতে পিআইবি কলকাতাতেও এই বিষয়গুলির ওপর আলাপ–আলোচনা, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিষয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা সহ নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, অতিরিক্ত মহানির্দেশক ও পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান, পিআইবি। আঞ্চলিক দপ্তরের সকল কর্মী–আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, দেশকে ২০২২ এর মধ্যে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সকলকেই নিজস্ব কিছু অবদান রাখতে হবে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সাম্প্রতিকতম মন কি বাত বেতার ভাষণে দেশবাসীকে নতুন ভারত গঠনের জন্য সমবেতভাবে সবরকম অন্যায়,দুবৃত্তায়ন ও অশুভ বিষয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানে পিআইবি কলকাতার কর্মী ও আধিকারিকরাও নতুন ভারত গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁদের নিজ নিজ ভাবনা ব্যক্ত করেন।

যাদবপুরের গরফা অঞ্চলের বিখ্যাত ক্লাব ১২–র পল্লি ক্লাব। বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে গড়ে ওঠা এই ক্লাব। বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে গত পাঁচ বছর ধরে চলে আসছে এঁদের ইলিশ উৎসব। এদিন এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সম্মান জানিয়ে উৎসব শুরু হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ মনীশ গুপ্ত, নির্মল মাজি, দেবাশিস কুমার, সংগীত শিল্পী হৈমন্তী শুক্লা, নবীন চিত্রাভিনেত্রী সায়ন্তিকা সহ এলাকার পুরপ্রতিনিধি তারকেশ্বর চক্রবর্তী ও তৃণমূল নেতা স্বরূপ বিশ্বাস। গানে গানে এদিনের বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যা ইলিশ উৎসবের আমেজকে আরও পূর্ণতা দেয়।

ছবি : উৎপল রায়

জলের অপচয় রোধে নয়া প্রকল্প

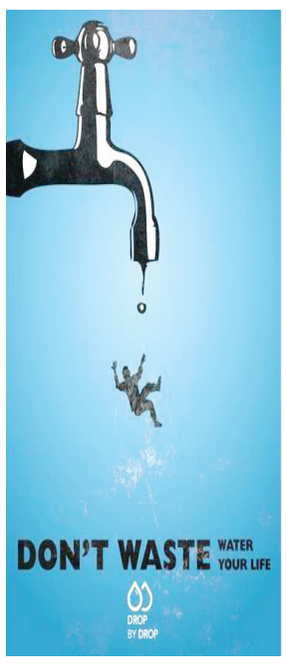

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় মাপকাঠি অনুযায়ী পানীয় জলের অপচয়ের পরিমাণ সরবরাহের ১৫ শতাংশ হওয়া উচিত। তার বেশি হলেই বোঝা যাবে সরবরাহ লাইনে কোনও না কোনও সমস্যা আছে। পুর হিসেব অনুযায়ী পলতা, গার্ডেনরিচ, জোড়া বাগান, ওয়াটগঞ্জ ও ধাপা থেকে কলকাতায় দৈনিক জল সরবরাহের পরিমাণ ৩৮৭ মিলিয়ন গ্যালন। আবার পুর–তথ্যানুযায়ী, এর অন্তত ৩০ শতাংশ অর্থাৎ কমবেশি ১১৬ মিলিয়ন গ্যালন পরিস্রুত জল নিত্য ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট হচ্ছে। এখানেই প্রশ্ন, জাতীয় মাপকাঠি অনুযায়ী ওই অপচয় ৩০ শতাংশের মধ্যে সঠিক পরিকল্পনানুযায়ী ১৫ শতাংশ অর্থাৎ কমবেশি ৫৮ মিলিয়ন গ্যালন আটকানো যেতো তাহলে কলকাতা মহানগরীর ১–৬ নম্বর ওয়ার্ড বাদে বাকি ১৩৮টি ওয়ার্ডবাসীকে দৈনিক সকালে ৭–৯টা অর্থাৎ এক ঘন্টা করে দু'ঘন্টা অতিরিক্ত সময় পরিস্রুত জল সরবরাহ করা যেতো। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনাও অনুরূপ। তাঁর বক্তব্য, আগামী দিনে মহানগরবাসী যাতে দৈনিক চার ঘন্টার জায়গায় ছ'ঘন্টা বা তারও বেশি সময় পানীয় জল পান সেই প্রকল্প কলকাতা পুরসংস্থা চালু করতে চলেছে।

এখানে প্রশ্ন, পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয়ের উৎসগুলি কী কী? নগরায়ন–বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মূলত দুটো ক ারণে পানীয় জলের অপচয় হয়। প্রথমত, পাইপের ফুটো আর দ্বিতীয়ত, রাস্তার খোলা টাইম কল। এই ফাঁক দিয়ে প্রচুর বহুমূল্য জল রোজ নষ্ট হয়। বিভিন্ন পুর জলাধারেও অপচয় চলছে।

এছাড়া শহরের পথেঘাটে প্রায় পাঁচ–সাত হাজার টাইম কল রয়েছে। অধিকাংশের মুখে ট্যাপ নেই বা তা লাগালেও প্রায় চুরি যাচ্ছে। সেখান দিয়ে অনর্গল জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও পাইপ জোড়ার জন্য সীমার অংশেও সমস্যা থাকতে পারে। ইত্যাদি। জাতীয় মাপকাঠি অনুযায়ী জন প্রতি ১৩৫ লিটার জল লাগে। পুরসংস্থা প্রায় আড়াই লক্ষ বাড়িতে জলের সংযোগ দিয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অনেক বাড়িতেই জন প্রতি ২০০ লিটারেরও বেশি জল ব্যবহার করা হয়। প্রসঙ্গত, শহরের রাস্তায় প্রায় ২০ হাজারের মতো স্ট্যান্ড কল রয়েছে।

শহিদ দিবসে সাক্ষর অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবস তথা শহিদ দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান আন্দোলন, এশিয়ান নেতাজি লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক সংগঠনের উদ্যোগে শুক্রবার, ১১ আগস্ট, ২০১৭ থেকে শুরু হচ্ছে সারা ভারত ব্যাপী এক সাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। যার মূল দাবি হল নেতাজির বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কিত মিথ্যা প্রচার বন্ধ করা, নেতাজিকে যুদ্ধপরাধী তকমা পরানোর মতো ষড়যন্ত্রের বিনাশ ঘটানো ও ভারতকে কমনওয়েলথের নাগপাশ থেকে মুক্ত করা।

ক্ষুদিরাম বসু ও নেতাজি সুভাষ বসু, 'বোস অ্যান্ড বোস টু গ্লোরিয়াস সন অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল' এর বকলমে এই মহান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এদিন দক্ষিণ কলকাতার লেক রোডে এর প্রারম্ভিক সূচনা হল। নিজেদের প্রগলভ অভিজ্ঞতা তুলে ধরে গবেষকরা সাধারণ মানুষের কাছে বিপ্লবীদের জয়গাঁথা তুলে ধরা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথিরা আইএনএ–এর ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দাবিদাওয়া তুলে ধরেন ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উপস্থিত ছিলেন নেতাজি গবেষক ড জয়ন্ত চৌধুরী, নেতাজি পরিবারের সদস্যা রাজ্যশ্রী চৌধুরী, আইনজীবী কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপা মুখার্জি সহ অন্যান্য নেতাজি অ্যাক্টিভিস্ট। এদিনের অনুষ্ঠান আলিপুর আদালতের আশুতোষ সংগ্রহশালায় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মাননীয় প্রধান বিচারপতি তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

এই অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার আলিপুর বার্তা। যাঁরা যাঁরা এই সাক্ষর অভিযানে অংশ নিতে চান তাঁরা আগামী ১৭ নভেম্বরের মধ্যে আলিপুর বার্তার ৫ –এর পাতায় প্রদেয় কূপন ভরে পাঠিয়ে দিতে পারেন নিম্নলিখিত ঠিকানায়। এছাড়াও ১৫ আগস্ট থেকে আলিপুর বার্তার ওয়েবসাইটেও এই কূপন পাওয়া যাবে। www.alipurbarta.org

অপ্রতুল ফুড ইন্সপেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক প্রাথমিক সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমানে রেস্তোরাঁ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড সেন্টার এই ধরণের প্রকৃত যেসব খাবারের দোকান কলকাতা পুর এলাকায় আছে তার সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার (কেক, পেস্ট্রি, কনফেকশনারি, কোল্ডড্রিঙ্কস রাখে এমন দোকানগুলি এই হিসাবে নেই)। আর এইসব দোকানে বিক্রি করা খাবার দাবার ভালোমন্দের প্রতি সদাসতর্ক থাকার জন্য কলকাতা পুরসংস্থার ফুড ইনস্পেক্টরের সংখ্যা গত ১০ মাসে কমতে কমতে মাত্র ১২ জনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, কর্মী বলের অভাবে কলকাতায় খাদ্যে ভেজাল অভিযান আপাত স্থগিতের পথে। পুর সূত্রে খবর, কলকাতার ১–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে এ কাজে প্রয়োজন কম করে হলেও ৩২ জন ফুড ইনস্পেক্টরের।

পুজো শুরু খুঁটির জোরে

ঢাকুরিয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজো সম্পন্ন হলো গত ৬ আগস্ট ২০১৭ রবিবার। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার ও সঙ্গে আবালবৃদ্ধবণিতা। শুধু খুঁটি পুজোই নয় এদিনের তাঁরা বৃক্ষ রোপণের মধ্যে দিয়ে দুর্গোৎসবের সূচনা করেন। গাছ কেটে ফেলে আমরা দেদার ধ্বংস করছি আমাদের পরিবেশ। কিন্তু গাছের যে কতো প্রয়োজন আমাদের বেঁচে থাকবার জন্য তা কেউ ভাবে না। তাই ঢাকুরিয়া সার্বজনীন উৎসবকে আরও সামাজিক করে তুলতে তাঁদের এই প্রচেষ্টা। উপস্থিত ছিলেন সংঘের সভাপতি রজত গাঙ্গুলি ও সম্পাদক সুজয় সরকার ও রাজা ধর।

ভবানীপুরের বেশ প্রাচীন ক্লাব 'ভবানীপুর স্বাধীন সংঘ'। ৬ আগস্ট এদেরও অনুষ্ঠিত হয় খুঁটিপুজো ও থিম সঙ প্রকাশ। এবারে এদের থিম সবুজ যা অনুপ্রাণিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা থেকে। সেই কবিতাতেই সুর দিয়েছেন শ্রীজিৎ। উপস্থিত ছিলেন মুখ্য উপদেষ্টা কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস কুমার, পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়, ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি তথা সংঘের সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার বোস (বাবাই) এবং উপস্থিত ছিলেন সংঘের সভাপতি আইনজীবি অরুণ পাহাড়ী এবং সদস্যরা।

কেএমসি হোয়াটস অ্যাপে অভিযোগের বন্যা

বরুণ মন্ডল : কলকাতা পুরসংস্থা গত প্রায় বছর দু'য়েক আগে খুবই উৎসাহের সঙ্গে পুরসংস্থার নিজস্ব একটি 'হোয়াটস অ্যাপ' নম্বর (নম্বর : ৮৩৩৫৯৮৮৮৮৮) চালু করে। যেহেতু এই অ্যাপটির (অ্যাপ্লিকেশন) জনপ্রিয়তা অনেক বেশি আবার সকলে ব্যবহার করে তাই এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করে কলকাতা মহানগরের নানা রকম তথ্য দেওয়া–নেওয়া করা যায় খুবই সহজে। তাছাড়া আজকাল নানারকম ডকুমেন্টও সাইটে অ্যাটাচ করা হচ্ছে। প্রামাণ্য নথি হিসেবে। প্রসঙ্গত, পুরসংস্থার ওই অ্যাপে গত তিন মাসে প্রায় ৩০০টি পুর পরিষেবা সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগ জমা পড়েছে। যা মূলত স্থানীয় পুর প্রতিনিধিদের গাফিলতিতেই ঘটেছে। ওই অভিযোগের ঝাড়াই–বাছাই করে দেখা যাচ্ছে, অভিযোগের ৭০ শতাংশই জঞ্জাল সাফাই, মশা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশি সমস্যা সংক্রান্ত। পুরসংস্থার প্রতিটি ওয়ার্ডে পুরপ্রতিনিধি এবং বরোগুলিতে বরো অধ্যক্ষ–অধ্যক্ষা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ পুর পরিষেবাগুলি না মেলায় অজস্র অভিযোগ আসতে থাকার বিষয়টি নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ চিন্তিত। পুর জঞ্জাল দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার তো এজন্য স্থানীয় পুর প্রতিনিধিকে সম্পূর্ণ রূপে দায়ী করেছেন। তিনি জীবনের প্রথম পুর প্রতিনিধিদের মতো করে আবার পুর প্রতিনিধিদের নিত্যদিনের কাজকে স্মরণ করে দিয়ে জানান পুর প্রতিনিধিদের দিনের কাজ শুরু হয় ভোর চারটে থেকে আর শেষ হয় দুপুর ১২টায়। নিত্য দিনের কাজে নিজ ওয়ার্ডের উত্তর থেকে দক্ষিণ আর পূর্ব থেকে পশ্চিম ঘুরে বেড়িয়ে কোথায় কী সমস্যা আছে? কোথায় কী সমাধান করতে হবে? তা নিজে চোখে পর্যবেক্ষণ করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর নেওয়া এবং পুরবাসীদের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়ানো। এখনকার পুরপ্রতিনিধিরা সে কাজ করছেন না বলেই অনিলকুমার মুখোপাধ্যায় বা দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সারিতে কোনও পুরপ্রতিনিধি পৌঁছোতে পারছেন না। ওনাদের জনসংযোগকে বর্তমান পুর প্রতিনিধিদের অনুসরণ

করা একান্ত প্রয়োজন। আর তা করছেন না বলেই পুর 'হোয়াটস অ্যাপে' পাহাড় প্রমাণ অভিযোগ জমা পড়ছে। পুর সূত্রে খবর, গত তিন মাসে কেএমসি হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে প্রায় ৩০০টি বিবিধ অভিযোগ কলকাতা মহানগরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে। আবার অভিযোগটি স্বচক্ষে দেখানোর জন্য কোনও কোনও অঞ্চল থেকে অভিযোগের সঙ্গে ছবিও পাঠানো হয়েছে। ছবিগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে, জঞ্জাল ফেলার গাড়ি সময় মতো না আসায় খালি প্লটে জঞ্জাল ফেলাই কলকাতার অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অনেক পুরবাসী এও অভিযোগ করেন, স্থানীয় পুরপ্রতিনিধিকে এই বিষয়ে একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও উনি কাজটির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেননি। পুরসংস্থার 'ই–গভর্ন্যান্সে'র উপদেষ্টা ৫২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সন্দীপন সাহা বলেন, সাধারণত জঞ্জাল অপসারণ ও নিকাশি সমস্যার অভিযোগগুলি কয়েকদিনের মধ্যেই সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পুকুর ভরাট করার অভিযোগ বিষয়ে প্রমোটারের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। তিনি কলকাতাবাসীর প্রত্যেকের অবগতির জন্য জানান যে, কলকাতা পুরসংস্থার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের নাম 'কেএমসি অ্যাপ' এবং এটি অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস এবং উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মে সংশ্লিষ্ট অ্যাপ স্টোর থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে।

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে জন্মাষ্টমী মহোৎসব

জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন তথা শ্রীগৌড়ীয় মঠ। এখানে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বছরও ১৪ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসব ও নন্দোৎসব যথোচিত ধর্মীয় গাম্ভীর্য ও বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দেবকী ও বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। তাঁর আবির্ভাবের সময় বিশৃঙ্খলা, নিপীড়ন, মানুষকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা— এমন সমস্ত রকম অশুভ প্রবণতা ও শক্তি সমাজকে গ্রাস করেছিল, মাতুল কংসের হাতে জন্মের পর শ্রীকৃষ্ণের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই বসুদেব যমুনা পেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পালক পিতামাতা নন্দ ও যশোদার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে সূত্র ধরে জন্মাষ্টমীর সঙ্গে সঙ্গে নন্দোৎসবের আয়োজন।

জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন তাই সমস্ত প্রতিকূলতা ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির জয়কে প্রতিফলিত করে, সূচিত করে

অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের শাশ্বত বিয়জযাত্রাকে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ১৯১৮ সালে গৌড়ীয় মিশন প্রতিষ্ঠা করার পর থেকেই, মিশনের বার্ষিক উৎসবসমূহের মধ্যে জন্মাষ্টমী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম। উপবাস, ভক্তিমূলক সংগীত ও শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনার মধ্য দিয়ে প্রতি বছর শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনে জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ১৪ আগস্ট ও ১৫ আগস্ট, বিকাল ৫–৭টা পর্যন্ত ভাগবত ধর্মসভায় উপস্থিত থাকবেন— কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারক মাননীয় শিবকান্ত প্রসাদ, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও এলাহবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রাক্তন বিচারক শ্যামলকুমার সেন, উপভোক্তা বিষয় দফতরের মন্ত্রী সাধন পান্ডে, নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ ও স্বাস্থ্য দফতরের মন্ত্রী মাননীয়া শশী পাঁজা, মনোজ মালব্য (আইপিএস, এডিজি (অর্গানাইজেশন), ভবানী ভবন), স্থানীয় কাউন্সিলর বাপি ঘোষ প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। এছাড়া ১৫ আগস্ট সকাল ৬টায় এক বিচিত্র নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ আগস্ট সকাল ১০টায় নন্দোৎসব উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। প্রসঙ্গত, আগামী বছর গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের ত্রিবর্ষব্যাপী শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের চূড়ান্ত বর্ষ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৬–র ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শতবার্ষিকী উদযাপনের সূচনা করেছিলেন। আগামী বছর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের উদ্বোধন হবে। ২০১৩–র সেপ্টেম্বর এর শিলান্যাস করেছিলেন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। গৌড়ীয় মিশনের শতবার্ষিকী উদযাপন ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামধন্য মিউজিয়াম সম্পর্কিত সংবাদ সমূহ আপনার মূল্যবান প্রচার মাধ্যমে যথোচিত গুরুত্বসহ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ ও প্রচারের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই।

মাঙ্গলিকী

‘সমীর গুহ ঠাকুরতা’ জাদু আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমীর গুহ ঠাকুরতা গত নভেম্বরে চলে গেছেন। অকালেই চলে গেছেন। তাঁর স্মৃতি ধন্য বরিশা জাদু আড্ডা কিন্তু ঠিক চলছে, তাঁর শেষ ইচ্ছাকে ‘সম্মান’ জানিয়ে। ফলে সমীর গুহ ঠাকুরতা চলে যাওয়ার পরেও যাঁরা আড্ডার খবর নিচ্ছেন, আড্ডায় আসছেন, তাঁদের সবাইকেই অভিবাদন ও অভিনন্দন... আর অবশ্যই যাঁরা আড্ডায় আসছেন, তাঁরা কৃতজ্ঞ আড্ডার সভানেত্রী ‘বৌদি’ তথা স্মৃতিকণা গুহ ঠাকুরতার কাছে, কৃতজ্ঞ ভাই অসীম গুহ ঠাকুরতার কাছে...

গত ৯ই জুলাই আড্ডায় অংশগ্রহণ করেন ও বিবিধ জাদুর খেলা দেখিয়ে যাঁরা আসর মাতালেন তাঁরা হলেন জাদুকর সুরজিত, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, গোরা দত্ত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ দাস। জাদু কথনে উজ্জ্বল ছিলেন মানস সিনহা, সতি প্রসাদ সরকার, সুশীল দে। গোড়ায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন অনিল দে। তাঁর সব কটি গানেতেই ছিল পরোক্ষভাবে সমীর গুহ ঠাকুরতাকে স্মরণ করা (একটি গানে তিনি নিজেই সুর দিয়েছেন)। আড্ডাকে সফল করে তুলতে ‘ভাই’ অসীমের কোনও খামতি ছিল না। আর ‘বৌদি’ যেমন আগেও ছিলেন এখনও তিনি একই আছেন— আড্ডার ‘জননী’...

এদিন সঙ্গীতশিল্পী অনিল দে-কে আড্ডার তরফে ‘পি সি সরকার ইন্ডিয়া গোষ্ঠ’ স্মারক সম্মান প্রদান করা হয়— তাঁকে অনুরোধ করা হয় তিনি যেন নিয়মিত আড্ডায় আসেন, তাঁর সঙ্গীতে আসরকে সমৃদ্ধ করেন...

এদিনও আসরে বিগত কালে আড্ডায় তোলা বেশ কিছু আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সব ছবিতে উজ্জ্বল রয়েছেন সকলের ভালোবাসার মানুষ ‘সমীরদা’...আরও : এদিন আড্ডায় ‘জাদু রঙ্গমঞ্চ’ ত্রৈমাসিক জাদু কেন্দ্রিক সাহিত্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রদর্শন করেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেউ কেউ পত্রিকার কপি দিলেও নেন। প্রত্যেককে এই পত্রিকায় জাদু সংক্রান্ত লেখা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইলিউশন অর রিয়ালিটি ম্যাজিক রিসার্চ সোসাইটির তরফে, যে সংগঠনের স্থাপক সভাপতি হলেন বিশ্ববন্দিত জাদুর (ডঃ) পিসি সরকার জুনিয়র।

কুলগাছিয়ার কলামেলায় বিধান স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত পয়লা জুলাই হাওড়ার কুলগাছিয়ায় বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত হয় কুলগাছিয়া আর্ট গ্যালারির প্রতিষ্ঠাতা তপন ও সদস্যবৃন্দের উদ্যোগ ও সহযোগিতায় বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে স্মরণ ও শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত ছিলেন বহু গুণীজনেরা। ঋতিকা মাইতির উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বনানী পত্রিকার সম্পাদক অধীর কৃষ্ণ মণ্ডল। আলোচক ছিলেন প্রবীন শিক্ষক ও সমাজকর্মী চন্দ্রহাস কয়াল। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন তপনবাবু। আবৃত্তি ও কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন সাগিনা আকতার, অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল, সুনীল কুমার চক্রবর্তী, মধুসূদন বাগ, রাতুল মণ্ডল, জগবন্ধু রায়, প্রণবেন্দু বিশ্বাস, সৌমেন ঘোষ ও আজিজুর রহমান।

সংগীত পরিবেশন করেন ইন্দিরা মিত্র, মল্লিকা নন্দী, অরিন্দম চক্রবর্তী। বাদ্যযন্ত্রে সহযোগিতা করেন বনমালী মাইতি ও প্রণব হাজরা, সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালক শ্যামল দত্ত ও অম্লান সাঁতরার সুন্দর সঞ্চালনায় সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই কলামেলায় বিভিন্ন প্রকার হস্তশিল্প ও উপহার দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য শিড্পীরাও উপস্থিত ছিলেন।

বাগনানে সুকান্ত স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ জুন ‘লিখতে পড়তে শেখান’ ও ‘সাহিত্যসেবক’ পত্রিকার উদ্যোগে বাগনানে প্রয়াত কবি তারক রায়ের ভবনে সাহিত্য পাঠের মাসিক আসরে ‘সাহিত্যসেবক’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ও ‘সময় স্বাক্ষর’ পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত সুশান্ত ভট্টাচার্য্য স্মরণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, নীরবতা পালন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ও প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী বাসুদেব দাসের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কবি সুশান্ত ভট্টাচার্য্যের কর্মময় জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন কবি শ্রীকান্ত পাল। হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ৫০ জন কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে সংগীত পরিবেশন করেন ঋতব্রত রায়, মধুসূদন বাগ, জগবন্ধু রায়, সৌমেন ঘোষ, বাসুদেব দাস ও অরিন্দম চক্রবর্তী। আবৃত্তি ও কবিতা

পাঠে অংশগ্রহণ করেন ঋতব্রত রায়, হেমন্ত রায়, শ্রীকান্ত পাল, প্রণবেন্দু বিশ্বাস, চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র, বাসুদেব দাস, দীপক জানা, নির্মল কর, মধুসূদন বাগ, সুপ্রিয় ঘোষ, জগবন্ধু রায়, অতনু মণ্ডল, সৌমেন ঘোষ, শিবনাথ চক্রবর্তী, স্বদেশ মণ্ডল, কুণাল দাস, সুফল চন্দ্র খেটুয়া, দেবশ্রী রায়, ভারতী চক্রবর্তী, দীপিকা মহাপাত্র, সুস্মিতা মণ্ডল প্রমুখ।

আগাম বার্তা

‘ইদানিং’ গোষ্ঠীর আগামী অনুষ্ঠান

বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতী-নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ নাম হল ‘ইদানীং’ গোষ্ঠী। কর্ণধার হলেন জয়ন্ত রসিক। আগামী ২৭শে আগস্ট, রবিবার, বাংলা আকাদেমি সভাঘরে এঁদের প্রাক শারদ আসর বসবে বিকাল ৫টায়, চলবে রাত্রি ৯টা অবধি। গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত বহু কবি, লেখক, সঙ্গীতশিল্পী ও নাট্যকর্মী আসরে অংশ গ্রহণ করবেন। বিশেষ সহযোগিতায় আছেন আমাদের সাংস্কৃতিক শাখা মাঙ্গলিকীর উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। এই কারণেই ইদানিং গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানের সংবাদ আমাদের পত্রিকায় আগাম প্রকাশিত হল অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার হিসাবে। যোগাযোগ করুন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন: ৯৪৩৩১৩৫৫৬৫, জয়ন্ত রসিক : ৯৮৩৬৬৫০৩২০

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিল্প গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের শিশু কিশোর আকাদেমির আয়োজনে হয়ে গেল দুই দিন ব্যাপী এক মাটি নিয়ে খেলা ক্লে মডেলিং-এর অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে প্রায় জনা পঞ্চাশ খুদে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। বিচারক হিসাবে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী সৌমেন কর এবং মৌমিতা কর। ৬ এবং ৭ আগস্ট এই অনুষ্ঠান শুরু হয় সকাল এগারটায় চলে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। অবনীন্দ্রনাথ সভাঘরের পিছনের মাঠে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। ৭ আগস্ট শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিশু শিল্পীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে বলে জানান শিল্পী বিচারক সৌমেন বাবু। এই দিন থাকছে শিশুদের জন্যে নাটক ক্ষীরের পুতুল, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিশুদের জন্যে মাটির সামগ্রী তৈরি করার জন্য গঙ্গার মাটির ব্যবস্থা করা হয় শিশু-কিশোর আকাদেমির পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানের দুদিনই উপস্থিত দর্শকের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো যা সভায় হাজির থেকেই বোঝা গেল। মাটির প্রতি টান বাড়াবার জন্যই এই শিক্ষার উদ্যোগ বলে জানা যায়।

রাখির বন্ধনে অটুট বাঁধন

সীমা সুরক্ষা বলের জওয়ানদের সঙ্গে রাখির উৎসবে মেতেছে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

ভারতের নব নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং ভারতের প্রথম মহিলা শ্রীমতী সোবিতা কোবিন্দের হাতে রাখি পরিয়ে দিচ্ছে গুজরাটের কোলি সমাজের মহিলারা রাখির দিন রাষ্ট্রপতি ভবনে। এছাড়াও এদিন তাঁদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং শিশুরা। এই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে –ছবি : পিআইবি

রাখিবন্ধনে রবীন্দ্রনাট্য সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙার উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবারও গত ৭ আগস্ট সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হল ‘রাখি বন্ধন উৎসব’। গোবরডাঙা স্টেশন সংলগ্ন মনসাতলা মোড়ে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত অনুষ্ঠানটিকে একটি অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত। বিভিন্ন সময়ে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর তথা গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান শঙ্কর দত্ত, কাউন্সিলর বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, কাউন্সিলর কাশীনাথ ঘোষ, পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার, পলাশ মন্ডল, নীরেশ ভৌমিক, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, অলোকানন্দ বসু, সঙ্গীতশিল্পী স্বপন দাস, বাচিক শিল্পী সুবীর চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক নারায়ণচন্দ্র পাল, শিক্ষক নন্দদুলাল বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

রাখি বন্ধন উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের রাখি বন্ধনের কারণ বিশ্লেষণ করেন। বক্তব্য রাখেন পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত, শঙ্কর দত্ত, নিরেশ ভৌমিক, পলাশ মন্ডল, নন্দদুলাল বসু। সুভাষ দত্ত তাঁর বক্তব্যে বলেন ‘‘রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার রাখি বন্ধন মনে রাখার মতো একটা অনুষ্ঠান, গোবরডাঙার প্রায় সর্বত্রই এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার এই রাখি উৎসব যেন অনেক মানুষের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করেছে।’’ শঙ্কর দত্ত বলেন ‘‘আজকের সময়ে এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক’’। তিনি ছোটদের এই রাখি বন্ধনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেন এবং সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে তৃষা রায়, প্রেরণা বণিক, সুদেষ্ণা রায়, শ্রেয়সী মণ্ডল, সাথী মণ্ডল, তনুজা নস্কর, কেয়া রায়, অতসী ঘোষ এবং অভীক রায়। আবৃত্তিতে শিল্পী সুবীর চট্টোপাধ্যায়, সুদীপা দাস, পলাশ মন্ডল, সৃজা ঘোষ। নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পী তন্ময় মন্ডল, স্মৃতি চক্রবর্তী, তানিয়া রায়, জুঁই দাস, সুদীপা সর্দার, মৌসুমী পাল। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সকলকে রাখি বন্ধনের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

ক্যানিং এ রাখিবন্ধন

ওসি আশিষ দাস এবং পরেশ রাম দাস।

সুভাষ চন্দ্র দাশঃ ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতি আয়োজিত রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হল ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে গত সোমবার। এদিন ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন রাখিবন্ধন উৎসবে পথ শিশু থেকে শুরু করে সকলস্তরের মানুষের মেল বন্ধন অটুট রেখে রাখি পরানো হয় এবং প্রত্যেক কে মিষ্টি মুখ করানো হয়। এই ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রেখে এদিন ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ড এ প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। এদিন রাখিবন্ধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস,ক্যানিং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক আশিষ দাস সহ অন্যান্যরা।

বীরভূমে রাখি বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার ৭ই আগস্ট বীরভূম জেলায় সাড়ম্বরে পালিত হলো রাখি বন্ধন উৎসব । মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য প্রভাতে ‘সংস্কার ভারতী’ সিউড়ি শাখার উদ্যোগে পালিত হয় রাখি বন্ধন উৎসব । দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’, রাখি সঙ্গীত, কবিগুরুর ঝুলন কবিতাটি পরিবেশিত হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি জেলা স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‘আশা’ হোমের সুপার বাসন্তী দাস সহ বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ । রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকনৃত্য পরিবেশিত হয় । ময়ূরেশ্বর-১ নং বিজেপি মন্ডলের পক্ষ থেকে মল্লারপুরে পথচলতি মানুষজনের হাতে রাখি বাধা হয় । মুরারই, চিনপাই সহ বিভিন্নপ্রান্তে তৃণমূল যর্থাযোগ্যে মর্যাদার সঙ্গে দিনটি পালন করে ।

দৃষ্টিহীন ভাইবোনদের সাথে ’শারদীয়ার’ রাখিবন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ আগষ্ট, ২০১৭ কলকাতার ’দ্য লাইট হাউজ ফর দ্য ব্লাইন্ড’ স্কুলের দৃষ্টিহীন ভাইবোনদের সাথে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করল ‘শারদীয়া পরিবার’। এই রঙিন উৎসব থেকে যারা সবসময়ই ব্রাত্য, সেই দৃষ্টিহীন ভাইদের হাতে রাখি বেঁধে দিল দৃষ্টিহীন বোনেরা সহ ‘শারদীয়া’-র সদস্যারাও। বঞ্চিত হননি ‘শারদীয়া’-র সদস্যরাও, তাদের হাতেও রাখি বেঁধে দিল এই স্কুলের দৃষ্টিহীন বোনেরা। এদিন ‘লাইট হাউজ ফর দ্য ব্লাইন্ড’ স্কুলের প্রায় শতাধিক দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী এবং ‘শারদীয়া’-র প্রায় ১০০ জন সদস্য মাতলেন এই পবিত্র রাখিবন্ধন উৎসবে। আর এভাবেই মনের দর্শনের মাধ্যমে সম্প্রীতির এই রাখিবন্ধন উৎসবকে সার্থকতার রূপ দিল ‘শারদীয়া পরিবার’।

এখানেই শেষ নয়, এরপর ‘শারদীয়া’ পৌঁছে যায় তাদের ‘প্রাণের বান্ধব’ অর্থাৎ রাসবিহারীর দেশপ্রাণ শাসমল পার্কের সামনের ফুটপাতে বসবাসকারী খুদেদের কাছে। বছরের বিশেষ আনন্দের দিনগুলোও যাদের কাছে আর পাঁচটা দিনের মতোই সাধারণ, সমস্ত আনন্দ থেকে যারা বঞ্চিত, গত বছরগুলোর মতো এবারও তাদের ভোলেনি ‘শারদীয়া’। এই খুদের দলের সাথে ‘শারদীয়া’-র সদস্যরা একে অপরের কাছে রাখির পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় উজ্জ্বল, ধুলোমাখা একঝাঁক মুখে তখন অনাবিল হাসির ঢেউ।

‘শারদীয়া পরিবার’ পক্ষ থেকে সৌমেন সাহা জানান, দিনান্তে এই শিশুদের হাস্যমুখর মুখগুলোই তাদের পথ চলবার পাথেয়। তার সঙ্গে তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ‘শারদীয়া পরিবার’-এর পক্ষ থেকে তাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলবার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং এভাবেই ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থেকে অনুপ্রাণিত করবার আবেদন করেন।

পুজোয় চন্দননগরের শিল্পী বাবুপালের আলোকসজ্জায় কন্যাশ্রী প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : চন্দননগরের আলো বিশ্ব বিখ্যাত। এই আলোকসজ্জায় দক্ষ শ্রমিকরা তাদের নিপুণ হাতে যেভাবে আলোর শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তোলেন তা এক কথায় অনবদ্য প্রশংসাযোগ্য। এদের মধ্যে আজ বিশ্বজোড়া খ্যাতি সম্পন্ন আলোকশিল্পী সুপ্রতীম পালের আলোর কারিকুরি যা মানুষের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য এবং প্রশংসনীয়। তিনি সকলের কাছেই বাবু পাল নামেই বেশি পরিচিত। এবার পুজোতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পগুলি আলোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন বাবু পাল। প্রকল্পগুলি হল যুবশ্রী, কন্যাশ্রী, শিশুসাথী, স্বাস্থ্যশ্রী, কৃষি, সবুজসাথী প্রমুখ। এর মধ্যে সুপারহিট বিশ্ব রোল মডেল ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্প। এবার এই প্রকল্পটির চাহিদা সবচেয়ে তুঙ্গে রয়েছে। যেহেতু ৩৫২টি প্রকল্পের মধ্যে নেদারল্যান্ডের রাজধানী হেগ টু শহরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে সম্মানিত করেন। সেই ছবি লাইটের মাধ্যমে অপূর্ব কারুকার্য দৃশ্য টুনি বাল্বের আলোয় তুলে ধরা হয়েছে।

এবার পুজোতে সেই আলোর স্ট্রাকচার গুলি কলকাতার বিগ বাজেটের পুজোতে দেখা যাবে। যদিও ইতিমধ্যেই ধর্মতলায় পার্ক স্ট্রিটে ও হাওড়া ব্যাতেড় বেনেপোল (নবান্ন কাছে) এলাকায় আলোকসজ্জায় কন্যাশ্রী’ লাগানো রয়েছে।

কলকাতার লেকটাউনে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে তৃণমূল বিধায়ক সুজিত বসুর পুজোতে বেশ কিছু অভিনবত্ব থাকছে। প্রথমেই ফুটবলের রাজপুত্র মারাদোনা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুজো মন্ডপ উদ্বোধন করবেন। তাঁদের লাইটের মাধ্যমে দেখা যাবে। এমন কি থাকছেন ফুটবলের বাদশা পেলে, মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এছাড়া বিরাট বাহুবলী গেট থাকছে। ক্যুইন টাওয়ার। আর অবশ্যই থাকছে ‘কন্যাশ্রী’ প্রকল্প যুবশ্রী, স্বাস্থ্যশ্রী গুলি ।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় বজবজ ডিএন ঘোষ রোড পুজোয় থাকছে বিশাল টাইটানিক জাহাজ, বজরা, এছাড়া চন্দননগরের রথ ঘোড়া টানছে আলোর মাধ্যমে দেখানো হবে। তবে পুরোটাই মজবুত লোহার কাঠামো দিয়ে তৈরি রথের চাকাও চলবে। বিড়াল ঘাড় নাড়বে, ডাকবে মিউ মিউ করে। বেশ কিছু পশুপাখিও দেখতে পাওয়া যাবে। সিঁথি বরাহনগরের লোল্যান্ড নেতাজি সংঘের পুজোতে বেশ কিছু চমক রয়েছে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, লাইট অ্যান্ড স্যাডো ও লাইট অ্যান্ড স্মেল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যবস্থা রয়েছে আলোর মধ্যে দৃশ্যমান হবেন দর্শকরা উত্তরাখন্ডের চারধাম— কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, অমরনাথ এবং গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী। যা দর্শকরা এখানে এসে দর্শন করতে পারবেন আলোক শিল্পী বাবু পাল গত বছর দেওয়ালিতে মুম্বইয়ে হিন্দি ছবির সুপারস্টার বিগ বি অমিতাভ বচ্চনের জুহু বাংলায় আলোর রোশনাই ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সেই সুবাদে নিজেকে গর্বিত, আনন্দিত ও উদ্ভাসিত বোধ করছেন। কারণ তাঁর স্বপ্নের নায়কের জন্য একসময় ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে টিকিট কেটে সিনেমা দেখতেন, আর এবার বচ্চন সাহেবের বাংলায় সরাসরি নির্দিষ্ট সময়ে কথাবার্তা বলেন, প্রসঙ্গত, অমিতজি আলোর কারিগরকে যথেষ্ট প্রশংসা ও সুনাম করেন। তবে আলোক শিল্পী বাবু পালের মনে প্রচণ্ড দুঃখ ও ক্ষোভ ও অভিমান রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অনেককেই ‘বঙ্গ ভূষণ’ সম্মানে ভূষিত করেছেন, কিন্তু তাকে বঞ্চিত করেছেন। যদিও তিনি দেশ ও বিদেশ থেকে বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তাই রাজ্য সরকারের উচিত এই সমস্ত নিপুণ হাতে আলের শিল্পীর কারিগরদের কদর দিয়ে সার্বিক নজর দেওয়া।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র-৮১১৬৪৮৭০৪৬

বিরাটের অশ্বমেধ ঘোড়ার পায়ে চূর্ণ লঙ্কার অহঙ্কার

অরিঞ্জয় মিত্র

একদিকে যখন ভারতীয় শেয়ার বাজারের অশ্বমেধের ঘোড়া লাগাতার ছুটে চলেছে ঠিক তখনই আবার টিম ইন্ডিয়ার ঝান্ডা কোহলি। বিরাট কোহলি টিমের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার টিম ভারত কিন্তু ফের ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে জয়ের সরণিতে ফিরেছে। তার রেশ পুরোপুরি বজায় থাকল শ্রীলঙ্কাতেও। প্রথম দুই টেস্টের পর ভারতের পক্ষে ফল ২–০। শেষ টেস্ট জিতে সিরিজ হোয়াইট ওয়াশ করার

তুলে ধরে দাপটের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন বিরাট কোহলি। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন একটা রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল ভারত। সেটা হল টানা ৮ টি টেস্ট সিরিজ জয়। সামনের অক্টোবরে এই দুর্বল শ্রীলঙ্কা ভারত সফরে আসছে। তখন তাদের সিরিজে হারাতে পারলে আর পায় কেন। কোহলি হয়ে যাবেন সেই ক্যাপ্টেন যাঁর নেতৃত্বে একটানা ৯টা সিরিজ জিতেছে ভারত। ভারতের এই বিজয়রথের নিচে চাপা পড়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ওয়েস্টইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের মতো দল। ক্যারিবিয়ানদের তো আবার তাঁদের দেশের মাটিতে দু–দুবার হারিয়েছে টিম সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে খালি হারানো নয় নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে পরাজিত করা নয়, রীতিমতো ল্যাজেগোবরে করেছে ভারত। আর এ সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে কতটা চার্জড হয়ে রয়েছে এই দল। একমাত্র ব্যর্থতা বলতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে হারা। তাও সারা টুর্নামেন্টে ভারতের পারফরমেন্স ছিল রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। একমাত্র ফাইনালে গিয়েই পা হড়কে গেল তাঁদের। সেই ব্যর্থতা দূরে সরিয়ে বিশাল সুযোগ হাতছানি দিচ্ছে সামনে। ভারত যদি ৩–০ জিতে দেশে ফিরতে পারে তবে তা আরও বড় প্রাপ্তি এনে দেবে নিঃসন্দেহে। ভারতীয় দল যে নিজেদের যোগ্যতায় টেস্ট ক্রিকেটে এক নম্বর তাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

ক্রিকেট নিয়ে এদেশে একটা হইচই রইরই ভাব রয়েছে। অনেকে তো ক্রিকেটকে এদেশের অন্যতম ধর্ম হিসেবেও তুলে ধরেন। সেই ক্রিকেটে একটা হার তাই কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। তাও কোহলির নেতৃত্বে যেভাবে এই টিম এগোচ্ছে তাতে অন্তত কোনও অভিযোগ তোলা সাজে না। কারণ এই দলটা আগাগোড়া দাপটের সঙ্গে খেলছে। তার ওপর বেশ কয়েকটি কম্বিনেশন যেভাবে তাল মেলাচ্ছে তাতে নম্বর ওয়ানের শিরোপা আর কাউকেই মানায় না। একাধারে রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কথাই ধরা যাক। এই দুই তারকা স্পিনার প্রায় প্রতি টেস্টেই নিয়ম করে ৫–৭ উইকেট তুলে নিচ্ছে একার ঝুলিতে। তার ওপর ৫০–এর ওপর স্কোর নিয়ম করে আসছেন এই স্পিনার জোর। ভারতের টানা ৮টি টেস্ট সিরিজ জয় এই জুটির অবদান তাই প্রথমেই তুলে ধরতে হচ্ছে। ওপেনিং জুটির গোড়াপত্তন নিয়েও বিশেষ করে আলোচনা করতে হয়। শিখর ধাওয়ান, অজিঙ্কে রাহানে, চেতেশ্বর পূজারা–রা প্রায় নিয়ম করে বড় রান পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ভারতকে একটা মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাচ্ছে এই দাপুটে ওপেনিং। মিডল অর্ডারে বিরাট কোহলি নিজেই একটা স্তম্ভ। যেভাবে শতরান ও অন্যান্য রেকর্ড গড়ে তুলছেন বিরাট তাতে আগামী দিনে যাবতীয় রেকর্ড যে ভাঙতে চলেছে তা একরকম নিশ্চিত। অধিনায়ক বিরাটের পাশাপাশি ব্যাটসম্যানের কোহলির দাপট আবার প্রত্যক্ষ করল ক্রিকেট দুনিয়া। বিরাট ঝড় যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে কোনও রেকর্ডই যে নিরাপদ নয়, তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। ভারতীয় দলের পেস অ্যাটাকও এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। ইশান্ত, ভুবনেশ্বর, সামি, উমেশ যাদবরা দলের ভরসার যোগ্য জবাব দিচ্ছেন তাঁদের দুরন্ত পারফরমেন্সে। এর সঙ্গে লেগস্পিনার তথা চায়নাম্যান স্পিনার কুলদীপ যাদবও যখন সুযোগ পাচ্ছেন তখনই তুখোড় বোলিং করে কামাল করে দিচ্ছেন।

আর একজনের কথা উল্লেখ না করলে পুরো লেখাটাই মাটি হয়ে যাবে। তিনি হলেন উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহা। যেভাবে একেকটা ক্যাচ নিচ্ছেন পাখির দক্ষতায় তা প্রমাণ করছে ঋদ্ধি এই মুহূর্তে শুধু এদেশের বলে নয়, বিশ্বের সেরা কিপারও বটে। পাশাপাশি ব্যাটিংটাও ঋদ্ধি যথেষ্ট সাবলীল ভঙ্গিতে করছেন। এর সঙ্গে রবি শাস্ত্রী যোগ দেওয়ার পর টিম ইন্ডিয়ার কনসার্ট যেন ফুল ফর্মে বেজে উঠছে। এটা নয় যে কুম্বলে ভালো কোচিং করান নি, অনিলের নেতৃত্বেও একের পর সাফল্য এসছে। কিন্তু এই টিম শাস্ত্রী বিনা যেন মণিহারা ফণী হয়ে উঠেছিল। সেটাই মালুম পড়ছে এখন।

ভারতীয় ফুটবলের রকমারি–ঝকমারি

পাঁচুগোপাল দত্ত

সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো জিনিস থেকে যায়। আর সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। এর সঙ্গে যোগ করতে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও।

নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০–১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক।

দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। চিরিচ মিলোভানের জমানায় ভারতের ফুটবল শেষবারের মতো নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিল। তারপর কেটে গেছে প্রায় ৩০–৩২ বছর। এতগুলি বছর পর ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যে আশার সঞ্চার ঘটেছে তা ধরে রাখাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে আরম্ভ হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের ভারতীয় ফুটবলের এই উত্থানের মধ্যে আবার কলকাতার ফুটবল টিমগুলি নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা মেলে ধরতে চলেছে। যথারীতি এতে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে সেই ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। ই

স্টবেঙ্গল আবার শক্তিশালী দল গড়ার পাশাপাশি বাগান থেকে ফিজিক্যাল ট্রেনার গার্সিয়া ও আইজল থেকে চ্যাম্পিয়ন কোচ খালিদ জামালকে এনে চমক দিয়েছে। সেদিক থেকে বাগান আপাতভাবে পিছিয়ে।

মহম্মদবাজারে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহম্মদবাজার – মহম্মদবাজার ব্লকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঘিরে উচ্ছ্বাস দেখা গেলো ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে। গত ৩ আগস্ট মহম্মদবাজার ব্লক ইন্টার স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালের ট্রাইব্রেকারে কাইজুলি হেমচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়কে ৪–২ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় সুধাকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়। ফুটবল প্রতিযোগিতায় চারটি দল অংশগ্রহণ করেছিলো। কবাডি প্রতিযোগিতার ফাইনালে সুধাকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কাইজুলি উচ্চবিদ্যালয়। মহম্মদবাজার ব্লক কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের উদ্যেগে

এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলে জানা গিয়েছে। মহিলা কবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় কাইজুলি উচ্চবিদ্যালয়। ভলিবল প্রতিযোগিতায় দেউচা গৌরাঙ্গিনী উচ্চবিদ্যালয় কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় মালাডাং শেওড়াকুড়ি বংশীধর উচ্চবিদ্যালয়।

সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয় সুধাকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়ের সুকুল সোরেন। কবাডি প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় কাইজুলি হাইস্কুলের সুদাম বাগদী। ভলিবল প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় মালাডাং শেওড়াকুড়ি বংশীধর উচ্চবিদ্যালয়ের অমিত ঘোষ।

গুসকরায় শহিদ স্মৃতি কাপ

মলয় সুর : আমরা সবুজ সংঘের উদ্যোগে আগামী ১৫ আগস্ট গুসকরা কলেজ স্টেডিয়াম মাঠে একদিনের শহিদ স্মৃতি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। এতে কলকাতা, বর্ধমান ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের নামকরা ৮টি দল খেলতে দেখা যাবে। ফুটবল অন্তপ্রাণ সভাপতি তথা গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান বুর্দ্ধেন্দু রায় পতাকা উত্তোলন করে খেলার সূচনা করবেন।

একই দিনে মোহনবাগান জুনিয়র দলের সঙ্গে গুসকরা পুরসভার কোচিং ক্যাম্পের একটি প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

উপস্থিত থাকবেন আসিয়ান কাপ জয়ী গোলরক্ষক সন্দীপ নন্দী, প্রাক্তন ফুটবলার দেবাশিস কোনার, ভাইস চেয়ারম্যান চাঁদনি হারামুন্সি, কাউন্সিলার নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

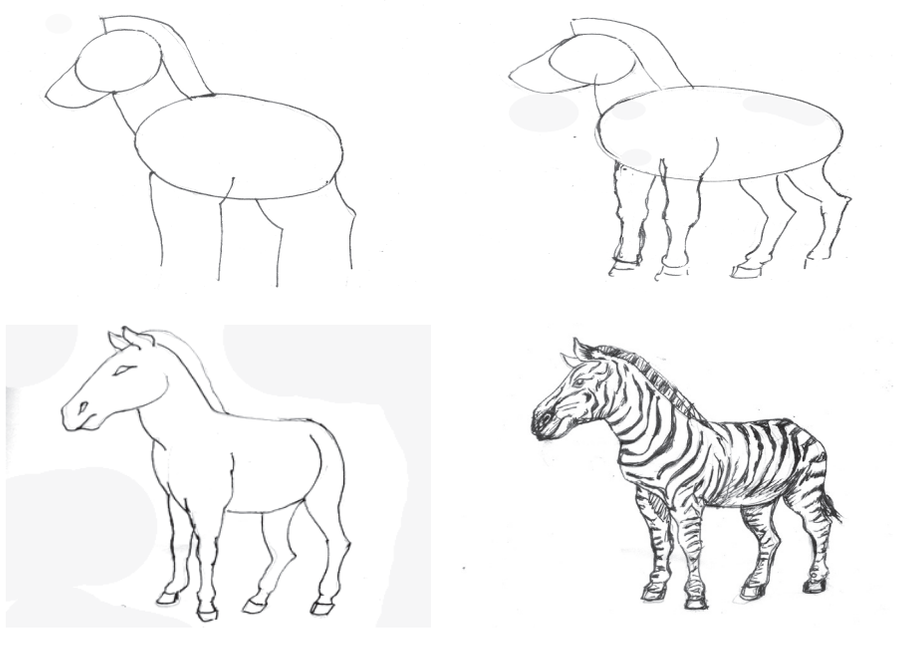

৭১তম স্বাধীনতা নিয়ে জটিলতা

জাতীয় পতাকার নিয়ম

আগামী ১৫ আগস্ট সারা ভারতবর্ষের উত্তরে কাশ্মীরের উত্তরতম সীমা 'ইন্দিরা কল' থেকে দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তে 'ইন্দিরা পয়েন্ট' এবং পূর্বে অরুণাচল প্রদেশের 'কিবিতু' থেকে গুজরাতের 'কচ্ছের রণ' (ঘোরমাতা) সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ৭১তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হবে। কিন্তু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় পতাকা নিয়ে। 'ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসে'র নিয়ম (কোড) হল :

১. তেরঙার উপরে থাকবে গেরুয়া, মাঝে সাদা, নিচে ইন্ডিয়া গ্রিন।

২. সাদা অংশে থাকবে অশোক চক্র, যেখানে সমদূরত্বে ২৪টি স্পোক।

৩. জাতীয় পতাকা তৈরি হতে হবে খাদি বা সুতি বা রেশম বা হাতে বোনা কাপড় দিয়ে।

নিয়ম অমান্য করলে সাজা তিন বছরের জেল ও জরিমানা। এ বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদ অভিজিৎ মিত্র বলেন, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের গরিমা ক্রমশ কমছে বলে মনে করি। স্বাধীতার পর দেশ থেকে যা প্রত্যাশা ছিল, সেটা হয়তো মানুষ পাননি। তাই হয়তো জাতীয় পতাকার চাহিদা নিত্য কমছে, তার গুরুত্ব হারাচ্ছে। খুদে বন্ধু যারা মন দিয়ে এই লেখা পড়ছ তাদের দায়িত্ব হল অন্যদের শুধরে দেওয়া। প্রয়োজনে কাকুদের একটু বকে দিও তোমরা। পারলে প্লাস্টিক আর কাগজের পতাকা ব্যবহার কর না।

প্রিতীকা ভৌমিক, চতুর্থ শ্রেণি, চেতলা আসর

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com